“বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ডিসেম্বর, ২০২৩

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫) **"সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে"** স্লোগানকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং অঞ্চলকে চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শহরের সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করাসহ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন একটি অপরিহার্য অংশ। দেশের পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস, পল্লী অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, পল্লী অর্থনীতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিধৃত হয়েছে। এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অন্যান্য ঘাতসহিষ্ণু উপযোগী করে গ্রামাঞ্চলের প্রধান সড়কগুলোর অধিকতর উন্নয়নসহ গ্রামগুলোর সঙ্গে আরও ভালো সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন এবং প্রধান গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সেতু নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্বাসন ও প্রশস্তকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)"** শীর্ষক প্রকল্পটি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা যথা কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ৩ টি জেলার ৩৪ টি উপজেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২.১৫ মিলিয়ন, মোট আয়তন ৬৭১৬.৫৭ বর্গ কিলোমিটার এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৮০৯ জন (সূত্রঃ জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২২)। সে সাথে উক্ত এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এই জেলাসমূহে একইসাথে কৃষি ও অকৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়ন হলে অধিকতর কর্মসংস্থানের সম্ভবনা রয়েছে। এছাড়া এতে কৃষি-অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং দেশের মোট দেশজ আয় বৃদ্ধিতে তা প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা যথা কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার ৯৪.০৭% উপজেলা সড়ক, ৮০.২৪% ইউনিয়ন সড়ক এবং ৪০% গ্রাম সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। এই জেলাসমূহে ইতোমধ্যে ২১৮৭.৯৮ কিলোমিটার এর মধ্যে ২০৫৮.১৬ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ২৯১৮.২৯ কিলোমিটার এর মধ্যে ২৩৪১.৭২ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক এবং ২০৫৮৭ কিলোমিটার এর মধ্যে ৮২৬৯.৯৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৪৯.৩০%। এছাড়া সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না থাকায় পুঞ্জীভুত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বাহিরে নতুন প্রকল্পের অধীন স্কীম গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকল্পটি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় কৃষি-অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সহজ করবে ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। প্রকল্প এলাকার সার্বিক দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যান্য সুফল যেমন- স্বাস্থ্যশিক্ষা ও মানব উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে। এছাড়া পর্যটন খাতের বিকাশ ঘটবে।

প্রকল্পের Development Project Proforma (DPP)-তে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। মধ্যবর্তী মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়িত ভৌত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান যাচাই, প্রকল্পের চলমান সমস্যা সম্পর্কে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রতিবেদনে প্রতিফলন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিষয়ে সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা এবং সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং উত্তোরণের নিমিত্তে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা এবং সময় স্বল্পতার কারণে দৈবচয়নের মাধ্যমে পরিদর্শন এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট ৬১৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৫৪৮টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে, ৩১টি প্যাকেজের চুক্তি প্রক্রিয়াধীন এবং চুক্তি বাতিল করা হয়েছে ৩৬টি প্যাকেজের। এই মূল্যায়নের অংশ হিসেবে চুক্তিকৃত প্যাকেজ থেকে ১৩টি উপজেলার ১৯টি স্কিমের কাজ কমিটির সদস্যবৃন্দ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এলজিইডি কার্যালয়ে সংরক্ষিত প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মতামত নেয়া হয় ও সরেজমিনে কাজের মান পরিদর্শন করা হয়। উপকারভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে কাজের গুণগত মান, কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থা, অবকাঠামোগত বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তবায়িত কাজের মান, সম্পাদিত কাজের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা ও প্রভাব, প্রকল্প এলাকার উন্নয়নে বাস্তবায়িত কাজের সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, পণ্য ও কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, সরেজমিনে পরিদর্শন, Focus Group Discussions (FGD) এবং Key Informant Interviews (KII) এর মাধ্যমে Semi-Structured প্রশ্নের মাধ্যমে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটি মূল্যায়নে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নবনির্মিত সড়কগুলো বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন, অনেক সময় সড়কের পাশের মাটি কেটে ফেলা, রাস্তার নীচ দিয়ে ড্রেন কেটে নেওয়া, রাস্তার উপর ফসল মাড়াই, ঘরের চালের পানি রাস্তায় পড়া, বৃষ্টির পানি রাস্তায় জমে থাকা প্রভৃতি কারণে সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন সড়কের একটি অংশ পুকুর/খাল বা অন্যান্য জলাশয়ের পাড় দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রশস্ততায় নির্মাণ করতে গিয়ে পর্যাপ্ত রক্ষাপ্রদ কাজের প্রয়োজন হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে একই ক্যাটাগরির সড়কের জন্য সাধারণ (Common) একটি ডিজাইন না করে সড়কের ভৌগোলিক অবস্থা, মাটির প্রকৃতি, যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, সড়কের স্লোপ, সড়কের পাশে জলাশয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Case-by-Case সড়কের ডিজাইন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। সড়কের যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা প্রয়োজন। নির্মিত সড়কগুলোর ছোটো-খাটো সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা গেলে সড়কগুলো টেকসই করা সম্ভব।

প্রকল্পের অন্যতম দিক হচ্ছে প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। সড়ক ও সেতু নির্মাণ কাজে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং নির্মাণ কাজের গুনগতমান বজায় রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করছে। বিশেষ করে কৃষিপণ্য পরিবহন এবং কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ হওয়ায় কৃষকেরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে সাধারণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যাপক প্রসার হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ধিত সময়ের মধ্যে ডিপিপি/আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ-বরাদ্দ ও ছাড় হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত ব্রিজ এবং সড়ক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়নি সেগুলোর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পর সেতুগুলোর ফাউন্ডেশন ডিজাইন, Soil Test Report, ড্রয়িং যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ব্রিজগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা দ্রুত মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করা যায়। সর্বোপরি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বিত সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালক করবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	i-ii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী	২
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	২
১.৫	প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	৩
১.৬	প্রকল্পের মূল কাজের অগ্রগতির বিবরণ	৪
১.৭	আরডিপিপি অনুসারে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়	৪
১.৮	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাবলী	৪
১.৯	প্রকল্প এলাকার মানচিত্র	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: মূল্যায়ন পদ্ধতি		
২.১	কমিটি গঠন	৬
২.২	মূল্যায়ন কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	৬
২.৩	মূল্যায়ন পদ্ধতি	৭
২.৩.১	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণাদি প্রণয়ন	৭
২.৩.২	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা	৭
২.৪	মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা	৮
২.৫	SWOT বিশ্লেষণ	৮
তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ		
৩.১.১	মাঠ পর্যায়ে ভৌত-কাজ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়	৯
৩.১.২	ক্রয় প্রক্রিয়া ও ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান বিষয়ে এলজিইডির ল্যাবরেটরীর টেস্ট ফলাফল বিষয়ে পর্যালোচনা	৯
৩.২	প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং উপকারভোগী ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময়	১০
৩.২.১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	১০-১২
৩.২.২	কুমিল্লা জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	১৩-২২
৩.২.৩	চাঁদপুর জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	২৩-২৮
চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকল্পের প্রভাব নিরুপন		
৪.১	উপকারভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব	২৯
৪.২	স্থানীয় জনগণের মতামত	২৯
৪.৩	সামাজিক উন্নয়নে অবদান	২৯
৪.৪	অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান	২৯
৪.৫	জেন্ডার, নারী ও শিশু, অক্ষম/ বঞ্চিত গোষ্ঠীর উপর প্রভাব	৩০
৪.৬	কর্মস্থানের উপর প্রভাব	৩০
৪.৭	দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর প্রভাব	৩০
৪.৮	পরিবেশের উপর প্রভাব	৩০
৪.৯	প্রকল্পের অর্থায়ন	৩০
৪.১০	প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	৩০

পঞ্চম অধ্যায়: SWOT Analysis		
	প্রকল্পের সবল দিক	৩১
	প্রকল্পের দুর্বল দিক	৩১
	প্রকল্পের সুযোগ	৩১
	প্রকল্পের ঝুঁকি	৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়: কমিটির পর্যবেক্ষণ		
৬.১	কমিটির সাধারণ পর্যবেক্ষণ	৩২
৬.২	কমিটির বিশেষ পর্যবেক্ষণ	৩২
সপ্তম অধ্যায়: কমিটির সুপারিশ		
৭.১	কমিটির সুপারিশসমূহ	৩৩

মানচিত্র:

মানচিত্র : প্রকল্প এলাকা..... ৫

সারণি:

সারণি ১ : মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকৃত নির্বাচিত এলাকা..... ৮

পরিশিষ্টসমূহ:

সংযোজনী ১ : সুফলভোগী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দলীয় আলোচনার (FGD) গাইডলাইন..... ৩৫

সংযোজনী ২ : প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন..... ৩৬-৩৭

সংযোজনী ৩ : উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারিগণের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন..... ৩৮-৩৯

সংযোজনী ৪ : টেষ্ট রিপোর্ট..... ৪০-৪২

১.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশ একটি দ্রুত অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ এবং বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। দারিদ্র্য সারাদেশেই বিদ্যমান তবে গ্রাম অঞ্চলে এর প্রভাব অনেক বেশি। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (২০২২) এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্যের হার ৫.৬ শতাংশ । বর্তমানে জনশক্তির শতকরা ৪৫.৩৩ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩) । এক্ষেত্রে দারিদ্র্য নিরসন করতে হলে পল্লী এলাকার উন্নয়ন করতে হবে। পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে পল্লী সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর পরিবহন ব্যয় কমিয়ে দেয়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। সবার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, কর্মজীবী মানুষদের গতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়ে এবং পুঁজি হস্তান্তর ও ভোগ্য পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখে।

সারাদেশে এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের তিনটি জেলা যথা কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ সড়ককে দুর্যোগ সহনীয় দুই লেন সড়কে উন্নীতকরণ, গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃষ্ঠা নং-৪০৫ এবং অনুচ্ছেদ নং-৭.৪.১) বিধায় প্রকল্পটি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অভীষ্ট নং-২ এ 'টেকসই কৃষির প্রসার' এবং অভীষ্ট নং-৯ এ 'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন' এর সাথেও সংগতিপূর্ণ।

বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নতুন রাস্তাঘাট যেমন প্রয়োজন হচ্ছে তেমনি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না থাকায় পুঞ্জীভুত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে নতুন প্রকল্পের অধীন স্কীম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিধায় প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

প্রকল্প এলকায় সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্টের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অংগের নাম	মোট দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ/ মিঃ)	ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ/মিঃ)	অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ (কিঃমিঃ/মিঃ)	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত্য দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ/মিঃ)	অবশিষ্ট দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ/ মিঃ)
১।	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর	উপজেলা সড়ক	২১৮৭.৯৮	২০৫৮.১৬	১২৯.৮২	৫৮.৪২	৭১.৪০
২।		ইউনিয়ন সড়ক	২৯১৮.২৯	২৩৪১.৭২	৫৭৬.৫৭	১৫২.৮৭	৪২৩.৭০
৩।		গ্রাম সড়ক	২০৫৮৭	৮২৬৯.৯৭	১২৩১৭.০৩	৬২৩.০৫	১১৬৯৩.৯৮
৪।		উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট	৩০১৫৩	২৭৫৬৬	২৫৮৭	২৫৯.৬৮	২৩২৭.৩২
৫।		ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/ কালভার্ট	২৬৪০০	২৩১২১	৩২৭৯	৪৭৮.৮৫	২৮০০.১৫
৬।		গ্রাম সড়কে ব্রীজ/ কালভার্ট	৫৯৩৮০	৩৯৭৮১	১৯৫৯৯	৯৩৭.৫৭	১৮৬৬১.৪৩

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থান ঘটবে। কৃষি-অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে তা প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

১.২ প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (মূল ও সংশোধিত)

মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেক কর্তৃক ১৩/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত এবং ২৬-১০-২০১৭ ইং তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।	১ম সংশোধনী গত ৩১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এবং ০৭-০১-২০২০ ইং তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।	২য় সংশোধনী গত ০৫-০১-২০২৩খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এবং ২৯-০১-২০২৩খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

১.২.২ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (মূল ও সংশোধিত)

প্রকল্পের অর্থের উৎস/ধরণ	মূল অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট	৯৮৬০০.০০	১০২৫৯১.০০	১০৬৩১৭.০০
জিওবি	৯৮৬০০.০০	১০২৫৯১.০০	১০৬৩১৭.০০

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ❖ প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন;
- ❖ গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- ❖ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ❖ গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখা।

১.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- উপজেলা সড়ক উন্নয়ন-৫৮.৪২ কিঃমিঃ
- উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ-২৫৯.৬৮মিঃ
- ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন-১৫২.৮৭ কিঃমিঃ
- ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ-৪৭৮.৮৫মিঃ
- গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন-৬২৩.০৫ কিঃমিঃ
- গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ-৯৩৭.৫৭মিঃ
- গ্রোথ সেন্টার/রুরাল মার্কেট উন্নয়ন-১৯টি
- সড়ক মেরামত-৪৩৮.৯৯ কিঃমিঃ
- ব্রিজ/ কালভার্ট মেরামত-৩২৯.১০মিঃ

১.৫ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

অংগের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫
(ক) রাজস্ব				
অফিসারদের বেতন	৭জন	২২৩.৯৬	৭জন	১৯০.৩৩
কর্মচারীদের বেতন	২জন	৩৩.০০	২জন	২৫.৮০
ভাতাদি	৭৮মাস	২১৫.২৪	৭২মাস	১৬৯.৩৯
সরবরাহ ও সেবা	৭৮মাস	১১০৬.৩	৭২মাস	৯৮১.৯৮
মেরামত ও সংরক্ষণ	৭৮মাস	৩৮.৫	৭২মাস	২৯.২৮
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	১৫.০০		
উপমোট		১৬৩২.০০		১৩৯৬.৭৮
(খ) মূলধন				
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	থোক	৭৮২.৮৬	থোক	৭৬১.২০
নির্মাণ ও পূর্ত				
উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৫৮.৪২ কিঃমিঃ	৫৮৯৪.৯	৪১ কিঃমিঃ	৪০৪৯.০০
উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট	২৫৯.৬৮ মিঃ	১৯৭০.৯৭	২১৮ মিঃ	১৪৩০.০০
ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১৫২.৮৭ কিঃমিঃ	১২৫৯৮.২১	১১১.৫০ কিঃমিঃ	৯১০০.০০
ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট	৪৭৮.৮৫ মিঃ	৩২২২.৭৬	৪৩৫ মিঃ	২৫৫০.০০
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	৬২৩.০৫ কিঃমিঃ	৫০২৬৬.৫৫	৪৮৩ কিঃমিঃ	৩৯৯৪০.৮৬
গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট	৯৩৭.৫৭ মিঃ	৫০৮৫.৯৫	৭১৫ মিঃ	৩৮৫০.০০
গ্রোথ সেন্টার/রুরাল মার্কেট	১৯টি	৬০২.৪৭	১৬টি	৪৮০.০০
রক্ষাপ্রদ কাজ	৭২৭৬৬ মিঃ	৫১৯৫.০৪	৫৭৫০০ মিঃ	৪২৫১.৬৫
মেরামত ও পুনর্বাসন সড়ক মেরামত- ব্রীজ/ কালভার্ট মেরামত-	৪৩৮.৯৯ কিঃমিঃ ৩২৯.১ মিঃ	১৯০৬৫.২৯	৩৮০ কিঃমিঃ ২৮৫ মিঃ	১৬০০০.০০
	উপমোট	**১০৪৬৮৫.০০**		**৮২৪১২.৭১**
	মোট	**১০৬৩১৭.০০**	**৮০%**	**৮৩৮০৯.৪৯ (৭৮.৮২%)**

১.৬ প্রকল্পের মূল কাজের অগ্রগতির বিবরণ:

নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	**ভৌত**	:	৮০.০০ %
	আর্থিক	:	৭৮.৮২ %

১.৭ আরডিপিপি অনুসারে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়:

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অপ্রাপ্ত বরাদ্দ
২০১৭-২০১৮	৩৩৮০.৮৩	৩৩৮০.৮৩	৩৩৮০.৮৩ (১০০%)	-
২০১৮-২০১৯	১৩৯৯৪.৬৩	১৩৯৯৪.৬৩	১৩৯৯৪.৬৩ (১০০%)	-
২০১৯-২০২০	১৫৯৪৬.৬১	১৫৯৪৬.৬১	১৫৯৪৬.৬১ (১০০%)	-
২০২০-২০২১	১১৯৮৫.০৬	১১৯৮৫.০৬	১১৯৮৫.০৬ (১০০%)	-
২০২১-২০২২	১৯১৫৮.০০	১৯১৫৮.০০	১৯১৪৭.৩৬ (৯৯.৯৪%)	-
২০২২-২০২৩	২১০০৭.৩৯	১৬৬৬৮.০০	১৬৬২৬.৪৫ (৯৯.৭৫)	৪৩৩৯.৩৯
২০২৩-২০২৪	২০৮৪৪.৪৮	১১৮৬৫.০০	২৭২৮.৫৫ (২৩%) (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	৮৯৭৯.৪৮
সর্বমোট=	১০৬৩১৭.০০	৯২৯৯৮.১৩ (৮৭.৪৭%)	৮৩৮০৯.৪৯ (৭৮.৮২%) (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	১৩৩১৮.৮৭ (১২.৫৩%)

১.৮ প্রকল্প পরিচালকের তথ্য:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	দায়িত্ব/ অতিরিক্ত দায়িত্ব	মেয়াদকাল
১।	মো: আব্দুস সালাম মোল্যা	প্রকল্প পরিচালক	দায়িত্ব	১/০৭/২০১৭ হতে ১৮/১২/২০২০ খ্রিঃ
২।	মোঃ শরীফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	দায়িত্ব	১৯/০১২/২০২০ খ্রি: হতে অদ্যাবধি

১.৯ প্রকল্প এলাকার মানচিত্রঃ

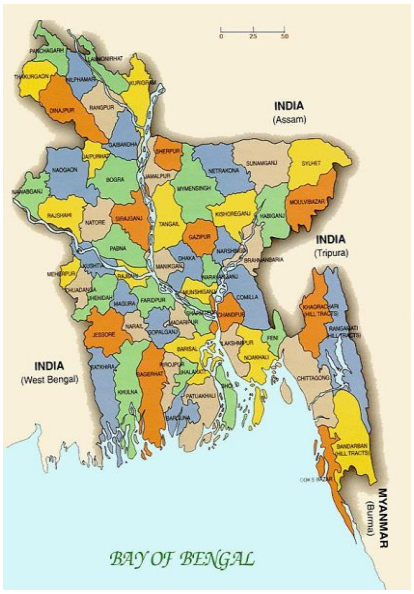

প্রকল্প এলাকার মোট স্কীম সংখ্যা: ১০১১টি
কুমিল্লা জেলার মোট স্কীম সংখ্যা: ৫৭৩ টি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোট স্কীম সংখ্যা: ১৮৮ টি
চাঁদপুর জেলার মোট স্কীম সংখ্যা: ২৫০ টি

মানচিত্র : প্রকল্প এলাকা

২.১ কমিটি গঠন:

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ''(৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে মোট ৯৮৬.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে 'একনেক' সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি মোট ১০২৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/১২/২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অত:পর প্রকল্পের (২য় সংশোধন) প্রস্তাব মোট ১০৬৩.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/০১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপ একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়:

১.	প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	উপদেষ্টা
২.	যুগ্ম-প্রধান (পল্লী প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	আহ্বায়ক
৩.	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬.	উপপ্রধান (পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় অধিশাখা), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত), এলজিইডি	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য-সচিব

২.২ মূল্যায়ন কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি:

মূল্যায়ন কমিটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়িত ভৌত কাজের পরিমাণগত এবং গুণগত মান যাচাই এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন;

খ. প্রকল্পের চলমান সমস্যা সম্পর্কে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রতিবেদনে প্রতিফলন;

গ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিষয়ে সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা ও বাস্তবায়নে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং

ঘ. প্রকল্পের বাস্তবায়নসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

কমিটির কার্যপরিধি (TOR) নিম্নরূপ:

ক. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান, বাস্তবায়ন সমস্যা, সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

খ. মূল্যায়ন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে বরাদ্দকৃত অর্থের খাত/উপ-খাতভিত্তিক বাজেট বিভাজন;

গ. অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ এবং

ঘ. কমিটি প্রয়োজনে কোন সদস্যকে কো-অপ্ট্ করতে পারবে।

২.৩ মূল্যায়ন পদ্ধতি:

প্রকল্প এলাকায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কীম পরিদর্শনের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পভুক্ত স্কিমসমূহ পরিদর্শন করা হয়। ২৮/০৭/২০২৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ ও কসবা উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর ও দেবীদ্বার উপজেলা, ০৪/০৮/২০২৩ তারিখ হতে ০৫/০৮/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার কচুয়া, হাজীগঞ্জ ও মতলব (উত্তর) উপজেলা, ১৮/০৮/২০২৩ হতে ১৯/০৮/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা, ০৮/১২/২০২৩ তারিখ হতে ০৯/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, দাউদকান্দি, চান্দিনা ও সদর দক্ষিণ উপজেলা এবং চাঁদপুর জেলার মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপজেলা এবং স্কীম নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এলজিইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ঠিকাদারের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী সাধারণ জনগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, ব্যবসায়ী, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন পেশার জনগণের সাথে আলোচনা এবং তাদের মতামত/সুপারিশ/অভিযোগ গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি, সুফলভোগীদের মতামত, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যাদি এবং প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়।

২.৩.১ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণাদি প্রণয়ন:

মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে প্রকল্পের মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন-সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র, আলোচনার জন্য নির্দেশিকা, পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিষ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে।

- সংযোজনী ১ : দলীয় আলোচনার জন্য নির্দেশিকা (FGD)
- সংযোজনী ২ : নিবিড় সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র (KII)
  প্রকল্প পরিচালক, উপ প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনা
- সংযোজনী ৩ : নিবিড় সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নপত্র (KII)
  উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারিগণের সাথে নিবিড় আলোচনা

২.৩.২ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা:

(ক) দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussions):

- প্রকল্পের অধীন গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন, গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখা এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) চলমান থাকায় বর্তমানে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থান কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য প্রকল্প এলাকায় এফজিডি করা হয়েছে। প্রতিটি দলীয় আলোচনায় প্রায় ৫-১০ জন করে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন-
- স্থানীয় নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য কর্মী, স্থানীয় সচেতন নাগরিক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, ঈমাম;
- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং সড়ক ব্যবহারকারী পথচারীসহ উপকারভোগী এলাকাবাসী।

(খ) নিবিড় আলোচনা/পরামর্শমূলক বৈঠক (Key Informant Interview):

প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, কাজের গুণগতমান, ঝুঁকি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি জানার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলাপচারিতা (Key Informant Interview) করা হয়েছে। যাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে তাদের কিছু তালিকা নিম্নরূপ:

- প্রকল্প পরিচালক
- নির্বাহী প্রকৌশলী
- উপজেলা প্রকৌশলী
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার
- উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার
- উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগণ

প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রমকে বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি Semi-Structured প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। যে বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন করা হয় তা হল

- মূলত: রাস্তা নির্মাণের শুরু ও শেষ যথোপযুক্তভাবে ও সময় মাফিক হয়েছিল কি না?
- ঠিকাদার সময়মতো কাজ সম্পাদন করেছিল কিনা। না করে থাকলে জনগণের চলাচল ও পণ্য পরিবহনে অসুবিধা হয়েছিল কি না?
- ঠিকাদারের কোনো গাফিলতি ছিল কি না। যদি গাফিলতি থাকে সেক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি না?
- পরিদর্শনকৃত স্থানে/কাজ সম্পাদনের সময় প্রকল্প পরিচালক বা তাঁর প্রতিনিধি উক্ত সাইট পরিদর্শন করেছিলেন কি না?

২.৪ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা:

প্রকল্পটি কুমিল্লা অঞ্চলের ৩টি জেলার ৩৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা এবং সময় স্বল্পতার কারণে দৈবচয়নের মাধ্যমে যেসকল স্কিম পরিদর্শন করা হয় তার তালিকা নিম্নরূপঃ

সারণি ১ : মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকৃত নির্বাচিত এলাকার স্কীমের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	নির্বাচিত উপজেলা	নির্বাচিত স্কীমের সংখ্যা
১।	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	কচুয়া	০১টি
২।			হাজীগঞ্জ	০১টি
৩।			মতলব (উত্তর)	০২টি
৪।			মতলব (দক্ষিণ)	০২টি
৫।		কুমিল্লা	আদর্শ সদর	০৩টি
৬।			মুরাদনগর	০১টি
৭।			দেবীদ্বার	০১টি
৮।			দাউদকান্দি	০২টি
৯।			চান্দিনা	০১টি
১০।			সদর দক্ষিণ	০১টি
১১।			মনোহরগঞ্জ	০১টি
১২।		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	০১টি
১৩।			কসবা	০২টি
মোট পরিদর্শনকৃত স্কীমের সংখ্যা:				**১৯টি**

২.৫ SWOT বিশ্লেষণ:

প্রকল্পটির সার্বিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ সবলতা (Strengths), দুর্বলতা (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণতঃ কোন প্রকল্পের সবলতা (Strengths) ও দুর্বলতা (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। অপর দিকে সুযোগ (Opportunities) প্রকল্পের ভিতর ও বাহিরের উভয় নিয়ামক এবং ঝুঁকি (Strengths) প্রকল্পের বাহিরের নিয়ামকের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

৩.১.১ মাঠ পর্যায়ে ভৌত-কাজ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়:

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের জেলা ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় এলজিইডি কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প এলাকায় কর্মরত এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীগণ জানান যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে রাস্তাসমূহ কাঁদাযুক্ত থাকত এবং জনগণের চলাচলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হতো। বিশেষ করে বর্ষাকালে স্কুল, হাসপাতাল/কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্থানীয় বাজারে যেতে অসুবিধা হতো। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ দুরূহ ছিল, কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পেত না এবং জীবনমানসহ আয় রোজগারের বিভিন্ন উপায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো (রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট,গ্রোথ সেন্টার) নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে। কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি সহজ হয়েছে ,ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ও কৃষিপণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। তাছাড়া, উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় সড়ক উন্নয়ন, সেতু বা কালভার্ট নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন ও মালামাল পরিবহনে বিশেষ করে কৃষকের পক্ষে তাঁর উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ সহজতর হচ্ছে। কৃষক বর্তমানে ট্রাক ও পিকআপ এর মাধ্যমে দ্রুত ও অল্প সময়ে তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বাজারজাত করতে পারছে বলে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে,অনেক স্কিমের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয় না হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায়, চুক্তির ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সাথে ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর সমন্বয়ের সুযোগ থাকে না। তাই বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে চায় না । সাধারণত প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর এলজিইডির রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়। এর ফলে ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যে স্কিমের কাজ সম্পন্ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর বাৎসরিক মূল্য বৃদ্ধি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের ভৌত কাজ কুমিল্লা অঞ্চলের ৩টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীগণের দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক ও তাঁর সাপোর্ট স্টাফসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস এলজিইডি'র সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নে দরপত্র আহ্বান, চুক্তি-স্বাক্ষর ও মান নিয়ন্ত্রণ, চুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা প্রদানে এলজিইডির উক্ত জেলাসমূহের উপজেলা প্রকৌশলীসহ জেলা পর্যায়ের কারিগরী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শক নিয়োজিত আছেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত/নির্মিত সড়ক/ব্রিজসমূহ এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মেরামত করে নির্মিত সড়কসমূহ যানচলাচলে উপযোগী রাখা প্রয়োজন।

৩.১.২ ক্রয় প্রক্রিয়া ও ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান সম্পর্কিত এলজিইডি হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্টের বিষয়ে পর্যালোচনা:

প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপিতে যে সকল সড়কসমূহ উন্নয়ন এবং ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে সে সকল সড়ক ও সড়কের নাম ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রস্তুতকৃত স্কীমসমূহের প্রাক্কলন পরীক্ষান্তে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রাক্কলন অনুমোদনের পর নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করত: দরপত্র আহ্বানপূর্বক ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, পূর্ত কাজের প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক e-GP পদ্ধতিতে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের ল্যাবরেটরির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সাইট থেকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পূর্ত-কাজের মালামাল যেমন: ইট, বালি, পাথর, রড ও সিমেন্ট এবং বিটুমিনের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহপূর্বক এলজিইডি'র জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরি হতে পরীক্ষা করা হয়। প্রতিটি ঢালাইয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সাটারিংসহ রড বাঁধার কাজ ডিজাইনের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। অতঃপর ঢালাইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। ঢালাই চলাকালীন সময়ে প্রকল্প সাইট হতে কংক্রিটের Strength পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহপূর্বক এলজিইডি'র জেলা ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের বিল পরিশোধ করা হয়।

৩.২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং উপকারভোগী ও জনপ্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময়:

৩.২.১ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ:

(ক) স্কিমের নাম: দূর্গাপুর-পানিশ্বর সড়ক (চেইনেজঃ০০-৮৭৯মিঃ) (আইডি নং-৪১২৯৮৩০০৮) উন্নয়ন; উপজেলাঃ আশুগঞ্জ, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/B-W38
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ফাইজা ইন্টারন্যাশনাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৭৮,৩৪,৯৩৯.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৭৪,৪৭,৯৪২.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৫/০২/২০১৯ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১২/০২/২০১৯ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রি:
- প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৩/০৪/২০২১ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

দূর্গাপুর-পানিশ্বর সড়ক

দূর্গাপুর-পানিশ্বর সড়ক উন্নয়ন:

দূর্গাপুর-পানিশ্বর সড়কটির মোট ৮৭৯ মিটার পাকাকরণ করা হয়েছে। সড়কটি আশুগঞ্জ-খড়িয়ালা উপজেলা সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। সড়কটি ০০-৮৭৯মিঃ পর্যন্ত বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ পণ্য পরিবহনে সুবিধা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, সড়কটির অবশিষ্ট অংশ অন্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, রাস্তায় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার পাশে কিছু স্থান ভেঙ্গে গেছে এবং অনেক স্থানে রাস্তার পার্শ্বে পুকুর থাকায় Side Slope ভেঙ্গে পড়েছে। আবার এক স্থানে রাস্তা ভেঙ্গে ড্রেন সংযোগ করা হয়েছে। এছাড়া অননুমোদিতভাবে কিছুদূর পর পর গতিরোধক বসানো হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় বালির পাইপ রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ায় চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া অনেক জায়গায় মাটি ভালোভাবে Compaction করা হয়নি মর্মে স্থানীয় জনগণ জানান। আবার রাস্তার কোন কোন অংশে রাস্তার পার্শ্ববর্তী ঘরের চালের পানি রাস্তার উপর পড়ে রাস্তার কিছু স্থানে কার্পেটিং অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গবাদী পশুর বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার নিচে পাইপ সংযোগ দিয়েছে। তবে সর্বোপরি রাস্তার কাজের মান ভালো। ৪(চার) বছর আগে রাস্তাটি নির্মিত হলেও বেশিরভাগ রাস্তার কার্পেটিং অক্ষত আছে। Edging ভালো আছে তবে রাস্তার পাশে জলাভূমি যেখানে আছে সেখানে রক্ষাপ্রদ কাজ প্রয়োজন। এছাড়া কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে যেখানে সেখানে রাস্তায় গতিরোধক নির্মাণ বা রাস্তা না ভাঙ্গাতে পারে সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার জন্য জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সড়কসমূহ নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকলে রাস্তার মান ভাল থাকবে।

খ) স্কিমের নাম: কুটি আরএন্ডএইচ (লেসিয়ারা) হতে বাইসার প্রাইমারী স্কুল সড়ক (চেইঃ ১১৯৩-২৭৩৭মিঃ) (আইডি নং-৪১২৬৩৪০২৭) উন্নয়ন; উপজেলাঃ কসবা, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/B-W11
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মোস্তফা এন্টারপ্রাইজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৩৮,৮৮,৫৩৭.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৩১,৯৪,১১০.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৫/০৯/২০১৮ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১৫/০৯/২০১৮ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২২/০৫/২০১৯খ্রি:
- প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০৬/১১/২০১৯ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

কুটি আরএন্ডএইচ লেসিয়ারা) হতে বাইসার প্রাইমারী স্কুল সড়ক

কুটি আরএন্ডএইচ লেসিয়ারা) হতে বাইসার প্রাইমারী স্কুল সড়ক উন্নয়ন:

কুটি আরএন্ডএইচ (লেসিয়ারা) হতে বাইসার প্রাইমারী স্কুল সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ২.৭৩৭ কিলোমিটার। সড়কটি আরএন্ডএইচ লেসিয়ারা হতে আরম্ভ হয়ে বাইসার প্রাইমারী স্কুল হয়ে পাকা সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। ইতিপূর্বে সড়কটি ১১৯৩ মিটার পর্যন্ত পাকা করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় চেইনেজ ১১৯৩-২৭৩৭ মিটার পর্যন্ত বাস্তবায়নের ফলে সম্পূর্ণ সড়কটি পাকা হয়েছে। আগাছায় রাস্তার দুই পার্শ্বে ঢেকে যাওয়ায় ব্যবহার উপযোগী প্রশস্ততা কমে যাচ্ছে। রাস্তাটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় হয়। এ রাস্তায় প্রতিনিয়ত চলাচলকারী মোঃ সোহরাব মিয়া (বয়স ৪৪) বলেন যে, মাইকিং করা আমার পেশা। এই রাস্তা তৈরি হওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে রাস্তা খারাপ থাকায় রাত্রে গ্রামের দিকে মাইকিং করতে যেতে ভয় করত। এই রাস্তা ভালো হওয়াতে এখন রাতে মাইকিং করতে আর ভয় লাগে না। এ প্রসংগে স্থানীয় নিবাসী বিল্লাল হোসেন (বয়স ৫০) বলেন, আমি মিশুক গাড়ী চালাই। রাস্তা হওয়ায় আমার আয় অনেক বেড়েছে। বাচ্চারা সহজে স্কুলে যেতে পারছে এবং পণ্য পরিবহনেও সুবিধা হচ্ছে। এই রাস্তা হওয়ার আগে নৌকায় চড়ে আমাদের শহরে যেতে হতো। এখন এই রাস্তা হওয়ায় আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। তবে রাস্তার পাশের ভাঙ্গা ব্রিজটি মেরামত হলে মানুষের আরও উপকার হবে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, চার বছর আগে রাস্তাটি নির্মিত হলেও রাস্তাটি এখনও ভালো অবস্থায় আছে। রাস্তার ঢাল ভালো আছে। তবে রাস্তার Shoulder ও ঢালে জন্মানো আগাছার কারণে ব্যবহার উপযোগী রাস্তার প্রশস্ততা কমে যাচ্ছে।এক্ষেত্রে রাস্তার উভয় পাশ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। রাস্তার পার্শ্বে ছোট ব্রিজটি মেরামত করা প্রয়োজন।

(গ) স্কিমের নাম: কসবা গ্রোথ সেন্টার (নতুন বাজার) উন্নয়ন।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/B-RM-01
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স বেঙ্গল কনস্ট্রাকশন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৪৫,৩১,৮৩২.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৪৩,০৫,২৪০.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১২/১২/২০১৮ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১৯/১২/২০১৮ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১৭/১২/২০১৯খ্রি:
- প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০৬/১১/২০১৯ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

কসবা গ্রোথ সেন্টার (নতুন বাজার)

কসবা গ্রোথ সেন্টার (নতুন বাজার) উন্নয়ন:

কসবা গ্রোথ সেন্টার (নতুন বাজার) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। কসবা গ্রোথ সেন্টার-টি অত্র এলাকায় জনসাধারণের মালামাল হাট-বাজারে কেনা-বেচার জন্য অন্যতম বাজার। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলী জানান, প্রকল্পের আওতায় ১টি Fish Shed, ৪টি Covered Multipurposed Shed, ১টি Meat Shed, ১টি Open Sales Platform, Internal RCC Road and Internal Drain এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ্রোথ সেন্টারটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় চারটি শেড ধান/চালের বস্তা দিয়ে ভর্তি। ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের বিক্রেতারা বাজারে প্রবেশের রাস্তার দুইপাশে বেচাকেনা করে। পরিদর্শনকালে স্থানীয়রা জানান, সপ্তাহে দুইটি হাট ছাড়াও প্রতিদিন সকালে ও বিকালে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় থাকে। তবে শেডসমূহে বসার কোনো জায়গা নাই। বিশেষ করে বর্ষাকালে ক্রেতা বিক্রেতাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নতুন বাজারের প্রবেশের রাস্তার দুপাশে প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচে বসে। এতে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং ব্যবসা পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। চারটি শেড প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যবসায়ীরা যেন শেডসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য আশু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বাজারের কমিটির সাথে জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় প্রশাসন আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.২.২ কুমিল্লা জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ:

(ক) স্কিমের নাম: (১) চাপিতলা-নৈয়রপাড় (শহীদ আব্দুল জলিল সরকার) সড়ক (চেইঃ ৯০০-২৪০০মিঃ) (আইডি নং-৪১৯৮১৩০১০) উন্নয়ন (২) কামাল্লা-রামচন্দ্রপুর সড়ক (চেইঃ ০০-১২০০মিঃ) (আইডি নং-৪১৯৮১৩০১৭) উন্নয়ন; উপজেলাঃ মুরাদনগর, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-W75
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স নিরু এন্ড ব্রাদার্স,কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৬৭,৭৩,৫৭৭.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ২,৮৯,৮৪,৪৪১.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১২/০৮/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১৯/০৮/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২০/১০/২০২২ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

চাপিতলা-নৈয়রপাড় (শহীদ আব্দুল জলিল সরকার) সড়ক

চাপিতলা-নৈয়রপাড় (শহীদ আব্দুল জলিল সরকার) সড়ক উন্নয়ন:

চাপিতলা-নৈয়রপাড় (শহীদ আব্দুল জলিল সরকার) সড়কটি চাপিতলা ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন সড়ক। সড়কটি কোম্পানীগঞ্জ নবীনগর হতে আরম্ভ হয়ে দেবীদ্বার উপজেলার ইউনিয়ন সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। ফলে এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ পণ্য পরিবহনে সুবিধা হয়েছে। সে সাথে এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এলাকাবাসীর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ ধরণের সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো চওড়া হওয়া দরকার। রাস্তার কার্পেটিং কাজ ভালো। এছাড়া রক্ষাপ্রদ কাজ সন্তোষজনক। রাস্তার Edging ভালো আছে। রাস্তার ঢাল ভালো আছে। রাস্তার ঢাল ঠিক থাকায় বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাষিত হয়। Shoulder এর মাটি রক্ষার্থে স্থানীয় লতা ও গুল্ম জাতীয় গাছ রোপন করা প্রয়োজন।

(খ) স্কিমের নাম: কুশিয়ারা বাজার হতে কালাডুমুড়িয়া ভায়া ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ইউপি সড়ক (চেইঃ২০০০-৪০০০মিঃ) উন্নয়ন (আইডি-৪১৯৩৬৪০৩৯); উপজেলাঃ দাউদকান্দি, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-W248
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ঈসান এন্টারপ্রাইজ, কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৪৬,২৬,৭৮৮.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৩৮,৯৫,৪৪৮.৬০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৮/০১/২০২২ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২৫/০১/২০২২ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০৬/০৩/২০২৩খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

কুশিয়ারা বাজার হতে কালাডুমুড়িয়া ভায়া ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ইউপি সড়ক

কুশিয়ারা বাজার হতে কালাডুমুড়িয়া ভায়া ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ইউপি সড়ক উন্নয়ন উপজেলাঃ দাউদকান্দি, জেলাঃ কুমিল্লা।

সড়কটি ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে অবস্থিত। সড়কটি কুশিয়ারা বাজার হতে শুরু হয়ে কালাডুমুরিয়া ইউপি অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। সড়কটি উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণসহ শিক্ষার্থীরা উপজেলা সদরে সহজে যাতায়াত করতে পারে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগনের সাথে মতবিনিময় হয়। রাস্তার পাশে স্থানীয় দোকানদার আবুল কালাম বলেন, আগে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত ছিল। বর্ষাকালে আউটবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের চলাচলে খুবই কষ্ট হত। রাস্তা হওয়াতে এখন আর চলাচলে কষ্ট নেই । রাস্তা ভালো থাকায় লোকজন সহজে আমার দোকানেও আসতে পারে। এতে আমার আয় বেড়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন বলেন, রাস্তা হওয়াতে ভালো হয়েছে। আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বাজারে যাতায়াত সহজ হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী জানান, পুকুরের দুইপাশে রক্ষাপ্রদ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।এই স্কিমের আওতায় নতুনভাবে ২ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। মাঝখানে ১ কিলোমিটার রাস্তা গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হচ্ছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রস্থ ডিজাইন মোতাবেক ৩.১৫ মিটার পাওয়া গেছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, রাস্তাটি যাতায়াত ও পরিবহনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তা মোঃ হাসান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। মানুষজনের ইউনিয়ন পরিষদে সেবা গ্রহণের জন্য যেতে আগে বেশী সময় লাগতো। রাস্তা হওয়াতে সময় এখন অনেক কম লাগছে। তাছাড়া এলাকাটি মৎস্য কেন্দ্রিক হওয়ায় এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মাছ পাঠানো হয়। রাস্তা ভালো হওয়ায় ব্যবসার ক্ষেত্র বেড়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, নবনির্মিত দুই কিলোমিটার রাস্তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উভয় পাশে মাছের ঘের। এজন্য রক্ষাপ্রদ কাজ প্রয়োজন হয়েছে। জনগণ যেন সুফল পায় সেজন্য রাস্তার শুরুর দিকে ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলী জানান, আরসিআইপি প্রকল্পের আওতায় রাস্তার অন্য চেইনেজের ভাংগা অংশ মেরামত করা হবে। সর্বোপরি এই রাস্তার কাজের মান

ভালো পাওয়া গেছে। স্থানীয় জনগণ রাস্তা নির্মাণের ফলে অনেক সুবিধা পাচ্ছে। এই রাস্তার মাধ্যমে স্কুল, মসজিদ, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ গ্রোথ সেন্টারের সাথে যাতায়াত সহজ হয়েছে মর্মে স্থানীয় জনগণ জানান। রাস্তাটি ২৫/০১/২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ০৬/০৩/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় মেপে প্রশস্ততা ডিজাইন অনুযায়ী ৩.০ মিটার পাওয়া গেছে।

(গ) স্কিমের নাম: বারুর-কুড়াখাল সড়ক (চেইঃ ৪০০-২৫০০মিঃ) (আইডি নং-৪১৯৪০৪০০৪) উন্নয়ন; উপজেলাঃ দেবীদ্বার, জেলাঃ কুমিল্লা।

➢ প্যাকেজ নং	:	GCP-3/C-W186
➢ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স ই এফ ইন্টারন্যাশনাল, কুমিল্লা
➢ প্রাক্কলিত মূল্য	:	১,৯৬,৭২,৭৪৮.০০ টাকা
➢ চুক্তি মূল্য	:	১,৭৮,১২,৮২৮.০০ টাকা
➢ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	১৫/০৬/২০২০ খ্রি:
➢ চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ	:	২২/০৬/২০২০ খ্রি:
➢ চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২১/০৬/২০২১ খ্রি:
➢ প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৫/০৬/২০২২ খ্রিঃ
➢ ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%
➢ আর্থিক অগ্রগতি	:	১০০%

বারুর-কুড়াখাল সড়ক

বারুর-কুড়াখাল সড়ক (চেইঃ ৪০০-২৫০০মিঃ) (আইডি নং-৪১৯৪০৪০০৪) উন্নয়ন:

বারুর-কুড়াখাল সড়কটি জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের একটি গ্রাম সড়ক। সড়কটি উপজেলা সড়ক হতে শুরু হয়ে কুড়াখাল আরএইচডি সড়কের সহিত সংযোগ স্থাপন করেছে। সড়কটি উন্নয়নের মাধ্যমে দেবীদ্বার উপজেলার সহিত জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সে সাথে অত্র এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহিদুল আলম জানান, সড়কটি আরও চওড়া হলে চলাচলে আরও সুবিধা হতো।

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্ততা ডিজাইন মোতাবেক ৩ মিটার পাওয়া যায়। রাস্তার কয়েক স্থানে ভেজা পাতার স্তুপ দেখতে পাওয়া যায় যা রাস্তা নষ্ট করছে মর্মে স্থানীয়রা জানান। রাস্তা সংলগ্ন দোকান ও বাড়ীর টিনের চালের পানি রাস্তায় পড়ছে । এতে রাস্তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । রাস্তার কাজের মান ভালো। রাস্তার Shoulder, Edging ও ঢাল ভালো আছে। রাস্তার Camber ঠিক থাকায় বেশিরভাগ অংশের পানিই দ্রুত নিষ্কাষিত হয়। রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

(ঘ) স্কিমের নাম: কুশিয়ারা বাজার-কাশিপুর সড়ক (চেইঃ৪৮০-২৪৮০মিঃ) উন্নয়ন (আইডি-৪১৯৩৬৪০১৬); উপজেলাঃ দাউদকান্দি, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-W252
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স লিবার্টি ট্রেডার্স, কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ২,০৬,৩৬,৭৩৫.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ২,২৬,৭৬,৪৮৭.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২৪/০৭/২০২২ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ০২/০৮/২০২২ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০১/০৮/২০২৩খ্রি
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

কুশিয়ারা বাজার-কাশিপুর সড়ক উন্নয়ন

কুশিয়ারা বাজার-কাশিপুর সড়ক উন্নয়ন; উপজেলাঃ দাউদকান্দি, জেলাঃ কুমিল্লা।

সড়কটি ইলিয়টগঞ্জ (উত্তর) ইউনিয়নে অবস্থিত। সড়কটি কুশিয়ার বাজার হতে কাশিপুর গ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। স্থানীয় জনগণ জানান, সড়কটি উন্নয়নের মাধ্যমে কুশিয়ারা কমিউনিটি ক্লিনিক, কুশিয়ারা জামে মসজিদ, ভেলানগর প্রাইমারী স্কুলে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। অত্র এলাকার জনসাধারণ সহজে কুশিয়ারা কমিউনিটি ক্লিনিকেও যাতায়াত করতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা শহিদা খাতুন বলেন, এই রাস্তা আগে কাঁচা ছিল। তখন যাতায়াতে অসুবিধা হতো। রাস্তা ভালো হওয়াতে যাতায়াতে অনেক সুবিধা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রস্থ ৩.২ মিটার পাওয়া গেছে।

স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী জাহেদুর রহমান বলেন যে, এখন অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। দুই ঘন্টার রাস্তা ত্রিশ মিনিটে যাওয়া যায়। ইউনিয়নের মধ্যে এই রাস্তা হচ্ছে মধ্যমনি ।

স্থানীয় ভ্যান চালক আব্দুল মোমেন জানান, এই রাস্তা হওয়ার আগে চলাচল করতে সময় অনেক বেশি লাগতো। এখন রাস্তা হওয়াতে সময় অনেক কম লাগে। রাস্তা হওয়াতে ইঞ্জিনচালিত গাড়ি কিনেছি। রাস্তা হওয়ার আগে রিকশা চালাতাম। এই রাস্তার মাধ্যমে ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যাতায়াত বেড়েছে। নগর পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ইউনিয়ন পরিষদের সাথেও এই এলাকার যোগাযোগ বেড়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অনেক স্থানে রাস্তার দুই পাশে পুকুর বিদ্যমান থাকায় রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। তবে বৃষ্টির পানি রাস্তার পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ায় রাস্তার Shoulder অনেক জায়গায় ভেঙ্গে যাচ্ছে। উপজেলা প্রকৌশলী জানান, Routine Maintenance এর মাধ্যমে রাস্তার Shoulder মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হবে। সার্বিকভাবে রাস্তার কাজের মান ভালো। রাস্তাটি বাজারের মধ্য দিয়ে গেয়েছে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা হচ্ছে। তবে বৃষ্টির সময় ঘরের চালের পানি রাস্তায় পড়ে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাটি দিয়ে ঢিবি করে স্পিড ব্রেকার করা হয়েছে। এ ধরণের প্রবণতা বন্ধ করার জন্য স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে বলা হয়।

(ঙ) স্কিমের নাম: সৈয়দপুর-কমলাপুর-বল্লভপুর-কালির বাজার (চেইনেজ ০০-৪৬০০ মিঃ) সড়ক মেরামত (আইডি-৪১৯৬৭৩০০১); উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-M156
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : পিসি-মীর এন্ড মা (জেভি), কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৫,৯৫,৫৯,৬৫১.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৬,৫৪,৮৫,৮৪৪.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২২/১১/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২৯/১১/২০২১ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৮/০৩/২০২২খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

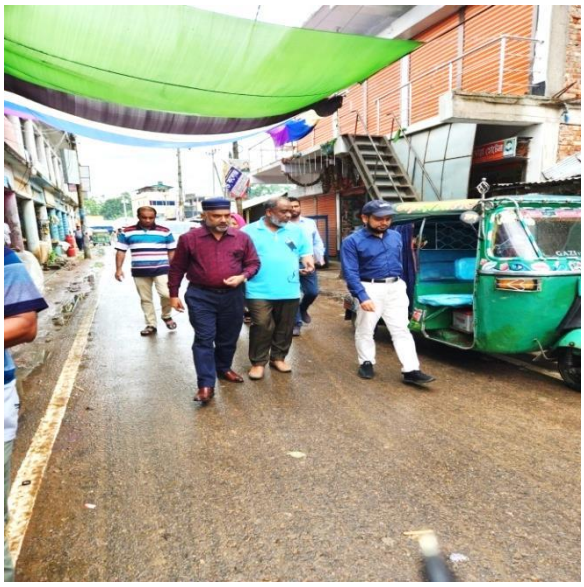

সৈয়দপুর-কমলাপুর-বল্লভপুর-কালির বাজার সড়ক

সৈয়দপুর-কমলাপুর-বল্লভপুর-কালির বাজার (চেইনেজ ০০-৪৬০০ মিঃ) সড়ক মেরামত:

সড়কটি আদর্শ সদর উপজেলাধীন কালির বাজার ইউনিয়নের ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সৈয়দপুর বাসষ্ট্যান্ড হতে শুরু হয়ে কালির বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রোথ সেন্টারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। স্থানীয় জনগণ জানান ,সড়কটি দীর্ঘদিন যাবত মেরামত না করায় অল্প বৃষ্টিতে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ত। বর্তমানে সড়কটির প্রশস্ততা বৃদ্ধিসহ মেরামত করার ফলে জনসাধারণের কুমিল্লা জেলা শহরে যাতায়াত সহজতর হচ্ছে। এ ধরণের সড়ক উন্নয়ন করার ফলে গ্রামীণ জনপদে আধুনিক নগর সুবিধাসহ উন্নত ও শক্তিশালী পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক সৃষ্টিসহ কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্প্রসারিত হয়েছে।

সড়কটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সড়কের প্রশস্ততা ডিজাইন মোতাবেক পাওয়া যায়। রাস্তার কাজের মান ভালো। রাস্তার Shoulder, Edging ও ঢাল ভালো আছে। Road marking এর কাজ ভালো হয়েছে। নিয়মিত রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সড়কটি দীর্ঘদিন যেন চলাচলের উপযোগী থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে।

(চ) স্কিমের নাম: আমতলী-মেলদারকোট সড়কে ৫০মিটার ব্রিজ নির্মাণ (আইডি-৪১৯৯০৪০১১); উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-BW36
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : ফরিদপুর জান্নাত কনষ্ট্রাকশন লিঃ, কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৫,৮৫,৭৮,৫২০.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৬,৪৪,১৪,৩৩৬.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৪/০৬/২০২২ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২৩/০৬/২০২২ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২২/১২/২০২৩খ্রি: (চুক্তি মোতাবেক)
- ভৌত অগ্রগতি : ১৫%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১১%

আমতলী-মেলদারকোট সড়কে ৫০ মিটার ব্রিজ

আমতলী-মেলদারকোট সড়কে ৫০মিটার ব্রিজ নির্মাণ (আইডি-৪১৯৯০৪০১১); উপজেলাঃ মনোহরগঞ্জ, জেলাঃ কুমিল্লা।

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার আমতলী-মেলদারকোট সড়কে তিতাস নদীর উপর বর্তমানে থাকা ব্রিজটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুন ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিদ্যমান ব্রিজটি ভেঙ্গে একই জায়গায় নতুন ব্রিজ করার পরিকল্পনা থাকলেও নতুন ব্রিজের উচ্চতা বেশী থাকায় এপ্রোচ রোড লম্বা করার কারণে বাজারের অনেক বাণিজ্যিক জায়গা ব্যবহৃত হবে। এ নিয়ে স্থানীয় জনগণের চাপের ফলে বিদ্যমান ব্রিজের অনতিদূরে প্রস্তাবিত ব্রিজের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়।

সরেজমিনে ব্রিজ নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ব্রিজের জন্য নির্ধারিত জায়গায় পাইলিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শুরুতে ব্রিজের জন্য নির্ধারিত জায়গা পরিবর্তন করায় কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে। ঠিকাদারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বন্যার পানি আসার পূর্বেই ব্রিজের Sub-structure এর কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ব্রিজের সকল কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় দেড় বছর সময় লাগবে মর্মে ঠিকাদার জানান।

(ছ) স্কিমের নাম: লোনা-গল্লাই ইউপি রোড (ভায়া দারোরা বাজার) সড়ক (চেইঃ০০-২০০০মিঃ) উন্নয়ন (আইডি-৪১৯২৭৩০১২); উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-W236
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স এম.এম .এন্টারপ্রাইজ এন্ড মেসার্স সেতার কনষ্ট্রাকশন (জেভি), কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১.৯০,৪৬,৮৯২.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৯৯,৯৯,২৪৫.০৯ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৩/০৪/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২০/০৪/২০২১ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৫/০৫/২০২৩খ্রি
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

লোনা-গল্লাই ইউপি রোড (ভায়া দারোরা বাজার) সড়ক

লোনা-গল্লাই ইউপি রোড (ভায়া দারোরা বাজার) সড়ক উন্নয়ন, উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা।

সড়কটি গল্লাই নবাবপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। সড়কটি উপজেলা সড়ক হতে শুরু হয়ে গল্লাই নবাবপুর হোসেনপুর ভায়া দারোরা বাজার ইউনিয়ন সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি উন্নয়নের মাধ্যমে গল্লাই নবাবপুর ইউনিয়নসহ উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে Edging বাদে সড়কের প্রস্থ ৩.২ মিটার পাওয়া যায়। স্থানীয় ইজিবাইক চালক আল-আমিন বলেন, রাস্তা ভালো হওয়ায় আয় বেড়েছে এবং যাতায়াতে সময়ও কম লাগে। স্থানীয় দোকানদার মোঃ ইলিয়াস বলেন, পণ্য পরিবহনে সুবিধা হয়েছে, দোকানের মালামাল পরিবহনে আগে বেশি সময় লাগতো, এখন কম সময় লাগে। দোকানের পানি রাস্তার উপর পড়ে রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। রাস্তার উপর পাইপ দিয়ে পানি অপসারণ করা হচ্ছে। আলী আশরাফ বলেন, আগে ভাড়া বেশি ছিল। ২০ টাকার যানবাহনের ভাড়া ১০ টাকায় নেমে এসেছে। উপজেলা প্রকৌশলী কাজ দেখতে অনেকবার এসেছে। স্থানীয় ব্যক্তি বাচ্চু মিয়া বলেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, রাস্তাটির কাজের মান ভালো। এই রাস্তার মাধ্যমে দুইটি ইউনিয়ন অর্থাৎ মহিচাইল ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গল্লাই ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ ঘটেছে। রাস্তার পাশে ফসলের মাঠ। কৃষি পণ্য পরিবহনও সহজ হয়েছে।

(জ) স্কিমের নাম: নন্দীর বাজার-পাঁচথুবী ইউপি-সূবর্ণপুর বাজার-গোলবাড়ি (চেইনেজ ০০-৪০৩০ মিঃ) সড়ক মেরামত (আইডি-৪১৯৬৭৩০০৯); উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-M135
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : পিসি এন্ড এমবিই (ভেভি), কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৩,২০,৪৩,২৯৩.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৩,৭০,২৫,০০০.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১২/১১/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১৭/১১/২০২০ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৫/০৮/২০২২খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

নন্দীর বাজার-পাঁচথুবী ইউপি-সুবর্ণপুর বাজার-গোলবাড়ি সড়ক

নন্দীর বাজার-পাঁচথুবী ইউপি-সুবর্ণপুর বাজার-গোলবাড়ি সড়ক মেরামত উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।

সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় , রাস্তাটির দুইপাশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। রাস্তা সংলগ্ন মসজিদ রয়েছে। ঘরের চালের পানি রাস্তায় পড়ে রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক যত্রতত্র রাস্তার উপরে স্পিড ব্রেকার নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার উপর খড় শুকানো হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তার প্রস্থ ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট করে চওড়া করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বারিক মিয়া বলেন, আমড়াতলী ও পাঁচথুবী ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান এই সড়কটিতে গত ০৫(পাঁচ) বছরে কোন মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। গত কয়েক বৎসরে বন্যায় সড়কটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অত্র প্রকল্পের আওতায় মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মসজিদে আসা-যাওয়া, ফসলের জমিতে যাওয়ার জন্য রাস্তাটি ভালো। চানপুর ও টিক্কারচর সেতুতে যানজট থাকলে তখন বাইপাস হিসাবে এই সড়কটি ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় সবজি চাষি জনাব মিলন মিয়া বলেন, রাস্তাটি ভালো হওয়ায় সবজি পরিবহন সহজ হয়েছে। আগস্ট ২০২২ এ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন কালে রাস্তার প্রস্থ ১২ ফুট পাওয়া যায়। তবে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ডিজাইন বহির্ভূতভাবে মাটি দ্বারা স্পিড ব্রেকার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধরণের স্পিড ব্রেকার ইচ্ছা মাফিক নির্মাণ করে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীকে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়।

(ঝ) স্কিমের নাম: শাহপুর মাজার শরীফ (গোলবাড়ী জিরো পয়েন্ট)-কংশনগর জিসি ভায়া পালপাড়া (চেইনেজ ০০-৫১৫০মিঃ) সড়ক মেরামত (আইডি-৪১৯৬৭২০০৪); উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-M116
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : পিসি এন্ড এমবিই (ভেভি), কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৬,৪৩,২৫,০১২.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৬,৮৪,০২.৫০৫.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ৩০/০৬/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ০৭/০৭/২০২০ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ১১/০২/২০২১খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

শাহপুর মাজার শরীফ (গোলবাড়ী জিরো পয়েন্ট)-কংশনগর জিসি ভায়া পালপাড়া সড়ক

শাহপুর মাজার শরীফ (গোলবাড়ী জিরো পয়েন্ট)-কংশনগর জিসি ভায়া পালপাড়া সড়ক মেরামত উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।

পাঁচথুবী ইউনিয়নে বিদ্যমান এই সড়কটিতে গত ০৫(পাঁচ) বছর যাবত কোন মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি মর্মে স্থানীয় জনগণ জানান। স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়কালে আরো জানা যায় যে, গত কয়েক বৎসরে অতি বৃষ্টিপাতে সড়কটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পূর্বে সড়কের প্রস্থ কম থাকায় দুইটি গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারত না। উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, রাস্তাটির প্রস্থ কম থাকায় প্রকল্পের আওতায় সড়কটি প্রশস্তকরণসহ মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় রাস্তার প্রস্থ ১০ থেকে ১৮ ফুট করা হয়েছে। বর্তমানে এই সড়কে অনেক যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার চওড়া ১০ ফুট থাকা অবস্থায় অনেক যানজট ছিল। রাস্তা প্রশস্ত করায় যানজট কমেছে।

স্থানীয় ইজিবাইক চালক মোঃ ফিরোজ পরিদর্শন টিমকে জানান যে, এই সড়ক মেরামত হওয়ায় ইজিবাইকে সবজি নিয়ে বাজারে যেতে সুবিধা হয়েছে। মানুষের চলাচলের সুবিধাসহ আয় বেড়েছে।

পরিদর্শনে দেখা যায় যে, রাস্তার মধ্যভাগ এবং এজিং-এ মার্কিং করা আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন স্থানে মেপে ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার প্রশস্ততা ১৮ ফুট পাওয়া যায়। রাস্তার কাজের মান ভালো। পরিদর্শনকালীন সময়ে অনেক গাড়ির চলাচল ছিল। রাস্তার দুই পাশের আগাছা জন্মেছে।এক্ষেত্রে আগাছা পরিষ্কার করে রাস্তার Visibility বাড়ানোর বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। RMP এর আওতায় আগাছা পরিষ্কার করা হবে মর্মে উপজেলা প্রকৌশলী জানান।

(ঞ) স্কিমের নাম: বামিশা-ওলির বাজার (চেইনেজ ০০-২১৩৫মিঃ) সড়ক মেরামত (আইডি-৪১৯৯১৪১০৪); উপজেলাঃ সদর দক্ষিণ, জেলাঃ কুমিল্লা।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-M161
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স আরশাদ এন্ড সন্স, কুমিল্লা
- প্রাক্কলিত মূল্য : ৭৪,৩১,৪৯৯.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ৭০,৫৯,৯২৪.০৫ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৫/১২/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২২/১২/২০২১ খ্রি:
- কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২০/০৫/২০২২খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

বামিশা-ওলির বাজার সড়ক

বামিশা-ওলির বাজার (চেইনেজ ০০-২১৩৫মিঃ) সড়ক মেরামত উপজেলাঃ সদর দক্ষিণ, জেলাঃ কুমিল্লা।

চৌয়ারা ইউনিয়নে বিদ্যমান সড়কটিতে বিগত ০৪(চার) বছরে কোন মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি, তাই সড়কটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সড়কটির কার্পেটিং ও ডাব্লিউবিএম অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় সড়কটি মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল মতিন বলেন, নতুন এই রাস্তাটি ভালো হয়েছে তবে মূল সড়কটি ভালো হলে মানুষ সুফল পাবে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, মূল রাস্তাটি সড়ক ও জনপথের।সওজ কর্তৃক সড়কটি উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে ৩ টি স্থানে রাস্তার পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং রাস্তার চওড়া ৯ ফুট পাওয়া গেছে। বামিশা বাজার থেকে রাস্তাটি শুরু হয়েছে। রাস্তার অবস্থা ভালো। তবে বিভিন্ন স্থানে রাস্তার উপর খড় ও পাতার স্তুপ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে রাস্তার দুই পাশে মাটি নেই। রাস্তার অনেক জায়গায় বর্ষাকালে পানি জমে থাকে মর্মে স্থানীয় জনগণ জানান। পরিদর্শনকালে বাজার পয়েন্টে পানি জমে আছে দেখা যায়। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী-কে বলা হয়েছে। পানি যেন না জমে এজন্য ক্রস ড্রেন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি রাস্তার কাজের মান ভালো। বিভিন্ন স্থানে স্তূপকৃত পাতা এবং রাস্তায় শুকাতে দেয়া খড় যেন বিটুমিনাস কার্পেটিং নষ্ট না করে সেজন্য উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া রাস্তার সুরক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩.২.৩ চাঁদপুর জেলার কাজ পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ:

(ক) স্কিমের নাম: প্রসন্নকাপ-বাংলাবাজার সড়কে ১২৫০ মিটার চেইনেজে ৪২ মিটার ব্রীজ নির্মাণ (আইডি নং-৪১৩৫৮৪০৮০); উপজেলাঃ কাচুয়া, জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/Ch-BW18
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : রাঙ্গামাটি-সুন্দরবন (জেভি), চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ২,৭৩,১৪,৩৭৪.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ২,৫৫,৭৩,৩৪০.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৫/০৪/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১২/০৪/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৮/০৫/২০২৩ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ৯০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ৭৮.৮৬%

প্রসন্নকাপ-বাংলাবাজার সড়কে ১২৫০ মিটার চেইনেজে ৪২ মিটার ব্রিজ

প্রসন্নকাপ-বাংলাবাজার সড়কে ১২৫০ মিটার চেইনেজে ৪২ মিটার ব্রিজ নির্মাণ:

কচুয়া উপজেলাধীন ১২৫০মিঃ চেইনেজে ৪২ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আরসিসি ব্রিজের নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ব্রিজটি সহদেবপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ব্রিজটির প্রায় ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্রিজটি নির্মাণের মাধ্যমে প্রসন্নকাপ প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বাংলাবাজার হয়ে মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। সরেজমিন পরিদর্শন কালে সহদেবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এবং স্থানীয় জনগণ তাদের মতামতে উল্লেখ করেন, ব্রিজটি নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধাসহ কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর জানান এ ধরনের ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে শক্তিশালী পল্লী সড়ক নেটওর্য়াক সৃষ্টি হবে এবং কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। সেতুটির নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকারী দল মতামত ব্যক্ত করেন। সেতুর এপ্রোচের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ব্রিজের উপর পথচারি চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। এপ্রোচের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তবে উদ্বোধনী ফলক এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে এতে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উদ্বোধনী ফলক দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্কিমের নাম: বোয়ালিয়া–আচলছিলা সড়ক (আইডি-৪১৩৯৬৪০০৮) (চেইনেজ ৪৫৪৫-৬৫৪৫মিঃ) উন্নয়ন; উপজেলাঃ মতলব (দক্ষিণ), জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/Ch-W03
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মোঃ গিয়াস উদ্দীন প্রধান, চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৬০,৬৩,১৮৮.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৫৯,০৯,৯০৩.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০২/০১/২০১৯ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ০৯/০১/২০১৯ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২০/১২/২০২০ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

বোয়ালিয়া–আচলছিলা সড়ক

বোয়ালিয়া–আচলছিলা সড়ক উন্নয়ন; উপজেলাঃ মতলব (দক্ষিণ), জেলাঃ চাঁদপুর।

উপাদী উত্তর ইউনিয়নে অবস্থিত সড়কটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণ বলেন, ইতোপূর্বে দীর্ঘদিন যাবত কাঁচা থাকায় এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের বোয়ালিয়া প্রাইমারী স্কুল, বোয়ারিয়া সেকেন্ডারী স্কুল, আচলছিলা প্রাইমারী স্কুলসহ বিভিন্ন বাজারে যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হতো। প্রকল্পের আওতায় সড়কটি পাকাকরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যাতায়াতসহ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে মর্মে স্থানীয় জনগণ জানান। এ সড়ক নির্মাণের ফলে এলাকার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে ডিসেম্বর ২০২০ সালে। রাস্তার কাজ ভালো।

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কয়েক জায়গায় মেপে ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার প্রস্থ ৩ মিটার পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল গফুর বলেন, এই রাস্তাটি পাকা হলেও সামনের কিছু অংশ কাঁচা। এই কাঁচা রাস্তার কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে পাকা রাস্তা ভালো হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী ঠিকাদারের কাজ অনেকবার দেখতে এসেছে।

স্থানীয় ভ্যানচালক সর্দার মিয়া বলেন, সামনের কাঁচা রাস্তা ঠিক হলে জনগণ আরো বেশী উপকার পাবে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, রাস্তাটির চেইনেজ ২১০০-৩১০০মিঃ পর্যন্ত কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন। তবে রাস্তাটির ৩১০০ থেকে ৪৫৪৫ পর্যন্ত কাঁচা। বাকী কাঁচা অংশটি অন্য কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে উপজেলা প্রকৌশলী জানান।

(গ) স্কিমের নাম: হাজীগঞ্জ-বরকুল পশ্চিম ইউপি সড়কে ২২৫০ মিঃ চেইনেজে ২০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ (আইডি নং-৪১৩৪৯৩০০৫); উপজেলাঃ হাজীগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/Ch-BW28
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : রাঙ্গামাটি-আনোয়া (জেভি), চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৯১,৪০,৮৬০.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৫৯,৩৬,৯১৫.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২০/০১/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২৭/০১/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৫/২০২২খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ৯২%
- আর্থিক অগ্রগতি : ৮০%

হাজীগঞ্জ-বরকুল পশ্চিম ইউপি সড়কে ২২৫০ মিঃ চেইনেজে ২০মিঃ ব্রিজ

হাজীগঞ্জ-বরকুল পশ্চিম ইউপি সড়কে ২২৫০ মিটার চেইনেজে ২০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ:

হাজীগঞ্জ-বরকুল পশ্চিম ইউপি সড়কে ২২৫০ মিটার চেইনেজে ২০ মিটার ব্রিজটি বরকুল ইউনিয়নে অবস্থিত। ব্রিজটির নিকটবর্তী স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি সুবিধা পাবে।ব্রিজটির এপ্রোচের কাজ চলমান। স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় ব্রিজটি নির্মাণের মাধ্যমে অত্র এলাকার জনসাধারণ, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। পরিদর্শন কালে দেখা যায়, ব্রিজের এপ্রোচ সড়কের রক্ষাপ্রদ কাজটি অত্যন্ত খাড়া। এ প্রসংগে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের কোন সংস্থান না থাকায় Proper Slope মেনে রক্ষাপ্রদ কাজটি করা সম্ভব হয়নি। সেতুটির নির্মাণ কাজ ভাল। উভয় পাশের জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। সেই সাথে ব্রিজের উভয় পাশে অনতিদূরে অনেক দোকানপাট গড়ে উঠেছে। রক্ষাপ্রদ কাজটি টেকসই করার জন্য এপ্রোচ সড়কের উভয় পাশের ঢালে Turfing এর কাজ করতে হবে। সে সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপণের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) স্কিমের নাম: সুজাতপুর বাজার-সুজাতপুর কলেজ-ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস (নন্দলালপুর) সড়ক উন্নয়ন (আইডি নং-৪১৩৭৬৩০১১) (চেইনেজ ০০-৪১৩০ মিঃ); উপজেলাঃ মতলব (উত্তর), জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/Ch-M169
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স আইরিন এন্টারপ্রাইজ, চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,০৭,০৬,৫১০.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,১২,৪০,৭৬৪.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২/০৫/২০২৩ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২/০৫/২০২৩ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৮/১১/২০২৩ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

সুজাতপুর বাজার-সুজাতপুর কলেজ-ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস (নন্দলালপুর) সড়ক

সুজাতপুর বাজার-সুজাতপুর কলেজ-ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস (নন্দলালপুর) সড়ক উন্নয়ন:

সুজাতপুর বাজার-সুজাতপুর কলেজ-ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস (নন্দলালপুর) সড়কটির অবস্থান ইসলামাবাদ ইউনিয়নে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানান, ইতিপূর্বে সড়ক অত্যন্ত খারাপ ও ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। ফলে জনসাধারণের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাজার, সুজাতপুর কলেজ এবং ইউনিয়ন পরিষদে যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হতো। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে যাতায়াত ব্যবস্থার চরম অবনতি হতো। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান দীর্ঘদিন যাবত মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সড়কটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রকল্পের আওতায় সড়কটি ৪১৩০ মিটার মেরামত করায় এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসহ কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। রাস্তার কাজের মান ভালো। Road marking এর কাজ সুন্দর হয়েছে। Shoulder ও Edging ভালো আছে । এলাকাবাসী রাস্তাটির সুফল ভোগ করছে। নিয়মিত রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সড়কটির যেন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট থাকে এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেষ্ট থাকতে হবে।

(ঙ) স্কিমের নাম: উত্তর টরকী পাকা সড়ক-শিরপুর খেয়াঘাট ভায়া তাতুয়া মিজি বাড়ি সড়ক (আইডি-৪১৩৭৬৪১১২) (চেইনেজ১০০০-২০১৫মিঃ) উন্নয়ন; উপজেলাঃ মতলব (উত্তর), জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/C-MW142
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ, চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,১৪,৩৪,৭৩১.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,০৮,৬২,৯৯৪.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৫/১০/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ১২/১০/২০২১ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩১/১০/২০২২ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ৬০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ৫০%

উত্তর টরকী পাকা সড়ক-শিরপুর খেয়াঘাট ভায়া তাতুয়া মিজি বাড়ি সড়ক

উত্তর টরকী পাকা সড়ক-শিরপুর খেয়াঘাট ভায়া তাতুয়া মিজি বাড়ি সড়ক উন্নয়ন:

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ১০১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সড়কটির ডাব্লিউবিএম এর কাজ চলমান। নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, কাজটি যথাসময়ে শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হবে। পরিদর্শনকালে ইসলামাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ এলাকাবাসীর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ ধরণের সড়ক উন্নয়ন করার ফলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং এলাকার উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। তাঁরা আরো বলেন যে, সড়কটি পাকাকরণের কাজ সমাপ্ত হলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। চলমান কাজের মান ভালো। ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান ভালো। রাস্তার Shoulder এ পর্যাপ্ত মাটি দেওয়া হয়েছে। ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। যথাযথভাবে Compaction করতে হবে।

(চ) স্কিমের নাম: ডিঙ্গাভাঙ্গা জিয়া বাজার-রাজারগাঁও বাজার ভায়া হাজী বাজার সড়ক (আইডি-৪১৩৯৬৪০০১) (চেইনেজ ৮০০-২৭৭০মিঃ) উন্নয়ন; উপজেলাঃ মতলব (দক্ষিণ), জেলাঃ চাঁদপুর।

- প্যাকেজ নং : GCP-3/Ch-W58
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স জাকির এন্টারপ্রাইজ-মেসার্স মাহবুব এন্টারপ্রাইজ (জেভি), চাঁদপুর
- প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৬০,৬৯,২৭৭.০০ টাকা
- চুক্তি মূল্য : ১,৬০,০০,০০০.০০ টাকা
- চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ১৯/০১/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ শুরুর তারিখ : ২৫/০১/২০২০ খ্রি:
- চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০/১১/২০২০ খ্রি:
- ভৌত অগ্রগতি : ১০০%
- আর্থিক অগ্রগতি : ১০০%

ডিঙ্গাভাঙ্গা জিয়া বাজার-রাজারগাঁও বাজার ভায়া হাজী বাজার সড়ক

ডিঙ্গাভাঙ্গা জিয়া বাজার-রাজারগাঁও বাজার ভায়া হাজী বাজার সড়ক উন্নয়ন; উপজেলাঃ মতলব (দক্ষিণ), জেলাঃ চাঁদপুর।

সড়কটি মতলব-করবন্দ-রাস্তা হইতে শুরু হয়ে হাজীগঞ্জ রাস্তার সাথে মিলিত হয়েছে। সড়কটি মোট দৈর্ঘ্য ২৭৭০ মিটার। ইতিপূর্বে সড়কটি ৮০০ মিটার পর্যন্ত পাকা ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৮০০-২৭৭০ মিটার পর্যন্ত পাকাকরণের মাধ্যমে সড়কটি হাজীগঞ্জ সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

সড়কটি ৮০০-২৭৭০ মিটার পর্যন্ত উন্নয়ন করা হচ্ছে। রাস্তাটি ডিঙ্গাভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রাস্তা হওয়ায় ভালো হয়েছে। ২০২০ সালে নির্মাণ হলেও রাস্তা ভালো আছে। উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, ৩০৫ মিটার চেইনেজে রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। দক্ষিণ ডিঙ্গাভাঙ্গা বাংলা বাজারের সাথে কালভার্ট রয়েছে যা মেরামত করা প্রয়োজন। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, অনেক জায়গায় সোল্ডারের মাটি বসে যাওয়ায় এজিং ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিছু জায়গায় এজিং ও সোল্ডার ভেঙ্গে গেছে ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। রাস্তা সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্থানে রক্ষাপ্রদ কাজ করা প্রয়োজন। ডিঙ্গাভাঙ্গা বিদ্যালয়ের সামনের ছোট সেতুটির দুইপাশে এপ্রোচ অনেক খাড়া। এছাড়া সেতুটিও জরাজীর্ণ। Mobile Maintenance বা অন্য কোন কর্মসূচীর মাধ্যমে এপ্রোচের মেরামত কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪.১ উপকারভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণ, উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, পরিদর্শনকৃত এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে জেলা শহরের সাথে উপজেলা শহরের, এক ইউনিয়নের সাথে অন্য ইউনিয়নের, এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের যোগাযোগ তেমন ভালো ছিল না কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এতে কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ, দুর্যোগকালীন সময়ে সহজে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো এবং গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস, গ্রামীণ জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়ন যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুবিধা সহজীকরণ হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রকল্প দপ্তর থেকে কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালন;
- গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং
- গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৪.২ স্থানীয় জনগণের মতামত

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার) স্থানীয় ব্যবসায়ী, কৃষক, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা, রাস্তার উভয়পাশে বসবাসকারী জনগণ, উপজেলা প্রকৌশলী, ঠিকাদারসহ উপকারভোগী ও সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে তাঁরা প্রকল্পের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মতামত ব্যক্ত করেন যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক উন্নতি ঘটেছে। তাঁরা আরো বলেন যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহজেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছানো, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি ক্লিনিক/স্থানীয় হাসপাতালে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, সামাজিক কেন্দ্র, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কৃষি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও সড়ক পুনর্বাসনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যয়/সময় কম লাগছে।

৪.৩ সামাজিক উন্নয়নে অবদান

গ্রাম পর্যায়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, কর্মসংস্থান তথা প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে অবদান রেখেছে। কৃষিজাত উপকরণের অবাধ সরবরাহের ফলে এলাকায় কৃষি উৎপাদনে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের বেশ অবদান রয়েছে, যা কিনা গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। সার্বিকভাবে এলাকার নারীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসল-সবজি, মাছ, হাঁসমুরগি ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আয় বেড়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো যথা রাস্তা, ব্রিজ ও বাজার নির্মাণে সরকারি/বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনগণ অতি সহজেই সেবা নিতে পারছে। গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের অবকাঠামো এলাকাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের স্থান হিসেবেও অবদান রাখতে পারে। ফলে, প্রত্যন্ত এলাকায় সামাজিক সংহতি তৈরিতে এ সব অবকাঠামো ভূমিকা রাখতে পারে

৪.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত থেকে জানা যায়, প্রকল্পটির অর্থনৈতিক সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ ভোগ করছে। বিশেষ করে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজ হওয়ায় ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সাধারণ কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সাধারণ মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নত হওয়ার সাথে সাথে কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার জনগণের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ও জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটেছে।।

৪.৫ জেন্ডার, নারী ও শিশু, অক্ষম/ বঞ্চিত গোষ্ঠীর উপর প্রভাব:

প্রকল্পের অধীন সড়কসমূহ উন্নয়ন করা হলে প্রকল্প এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে। ফলে স্থানীয় জনগণ, মহিলা ও শিশুদের যাতায়াত সহজতর হবে। যাতায়াত সহজতর হওয়ায় মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাবে। তদুপরি, নির্মাণকালীন সময়ে দুঃস্থ মহিলাদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হবে যাতে প্রকল্প এলাকায় নারী কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং মহিলা ও শিশুদের উপর প্রকল্পের প্রভাবটি ইতিবাচক।

৪.৬ কর্মস্থানের উপর প্রভাব:

প্রকল্পটি উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃস্টি হবে। প্রকল্পের অধীন পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের পর প্রকল্প এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে।

৪.৭ দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর প্রভাব:

প্রকল্পটি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যতা হ্রাস, কর্মসংস্থানের সৃস্টিতে সহায়তা করবে। পণ্য পরিবহন ব্যয় ও সময় কমবে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। ফলে কর্মসংস্থানের হার বাড়বে যা দারিদ্র্যতা হ্রাসে সহায়তা করবে।

৪.৮ পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো যেমন রাস্তা, ব্রিজ ও বাজার নির্মাণের ফলে বাজার সংযোগকারী সড়ক ও পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েনি। এছাড়া, পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এ ধরনের কোনো কাজ করা হয়নি। এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নিরাপদে মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে পারছে। ফলে, সার্বিক পরিবেশের উন্নতি এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকলে অনেক সময় কৃষিপণ্য একস্থান হতে অন্যস্থানে না নিতে পারায় তা দ্রুত নষ্ট হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হতে পারে। তাতে নষ্ট মালামাল ফেলে দিয়ে পরিবেশ দূষণসহ একদিকে ব্যবসায়ীর আর্থিক ক্ষতি এবং অন্যদিকে ক্রয়কৃত নষ্ট পণ্য কিনে ক্রেতার স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে। নির্মিত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এ সকল ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস পাবে

৪.৯ প্রকল্পের অর্থায়ন:

প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান এবং সে অনুসারে ব্যয় করা হলেও ২০২২-২৩ অর্থ বছর (চাহিদা: ২১০০৭.৩৯ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ ১৬৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা) ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (চাহিদা: ২০৮৪৪.৪৮ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দ ১১৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা) চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হচ্ছে। ডিপিপি'র চাহিদা অনুসারে প্রকল্পে এডিপি'র অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।

৪.১০ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি-৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি-৭৮.৭২% ফলে অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভপর নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। এজন্য প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরুপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা, প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল দিকসমূহ (Strengths) এবং দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সুযোগসমূহ (Opportunities) ও নাজুকতাসমূহ (Threats) বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। KII (Key Informant Interview), FGD এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং স্থানীয় সুফলভোগী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে:

সবল দিক (Strength)	**দুর্বল দিক (Weakness)**
• প্রকল্পের আওতায় সড়কসমূহ বিদ্যমান কাঁচা সড়কের উপর নির্মাণ করায় জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি; • প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহ ডিজাইন মোতাবেক নির্মাণ করা হয়েছে; • প্রকল্পের আওতায় সড়ক/সেতুসমূহ নির্মাণের সময় স্থানীয় দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকের নিয়োগের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে; • প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি। সেইসাথে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। • প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে জনবল নিয়োগ করা হয়েছিল; • পল্লী জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে; • নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; • গ্রামাঞ্চলে শহুরে পরিবেশের আবহ তৈরি হয়েছে; • উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষক তার পণ্যের সঠিক ও ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে ও মানুষের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং • সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ।	• Soil Test ও Topo Survey সম্পন্ন করে ব্রিজের ডিজাইন সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন কাজে বিলম্ব হওয়া; • রাস্তার দুইপাশে মাছের ঘের, পুকুর ও খাল বিদ্যমান থাকায় অতিরিক্ত রক্ষাপ্রদ কাজের প্রয়োজন থাকলেও ডিপিপি-তে সে পরিমাণ বরাদ্দ না থাকা; • নির্বাচিত ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও নির্মাণ শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ায় যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত না করা; • মার্কেট নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত ও নিষ্কণ্টক খাস জমি না পাওয়া এবং • প্রকল্পের কাজ শেষ হতে বেশি সময় লাগছে এতে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ছে এবং প্রকল্পের সুফল পেতে বেশী সময় লাগছে।
সুযোগ (Opportunity)	**ঝুঁকি (Threat)**
• উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাশ্রয়ী যানবাহনের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করা সহজ হবে; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার হার বাড়বে; • রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ; • উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের সুযোগ ও ছোট বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠা এবং • প্রকল্প এলাকায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার।	• নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের অভাব; • বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ-এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে। যার ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি; • বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি; • আগাম বর্ষা বা অতিবর্ষনে নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকা; • নির্মাণ কাজ চলাকালীন স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার অভাব এবং • নতুন রেট শিডিউল অনুযায়ী সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি অধিকতর সবল ও সুযোগ উপাদানসম্পন্ন প্রকল্প। অন্যদিকে প্রকল্পের দুর্বলতা ও ঝুঁকির উপাদান তুলনামুলকভাবে কম। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের ফলে কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ, প্রত্যন্ত এলাকার সাথে সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬.১ কমিটির সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৬.১.১ গ্রামীণ রাস্তা, ব্রিজ ও বাজারসহ অন্যান্য অবকাঠমোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে, মানুষ সহজে জেলা ও উপজেলার সাথে ব্যবসার প্রসার করতে পারবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে।

৬.১.২ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণের উন্নতি ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে। সামগ্রিকভাবে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬.২ কমিটির বিশেষ পর্যবেক্ষণ:

৬.২.১ প্রকল্পটি ২০১৭ হতে চলমান। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। সে হিসেবে অবশিষ্ট ১ (এক) মাসে অবশিষ্ট ২০% ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.২.২ প্রকল্পের আওতায় কিছু সড়কের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য পাকা না হওয়ায় সড়ক ব্যবহারকারী জনসাধারণ এর প্রকৃত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে সড়কসমূহের অসম্পূর্ণ অংশ উন্নয়ন করে কানেক্টিভিটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

৬.২.৩ একই ক্যাটাগরির সড়কের জন্য সাধারণ (Common) একটি ডিজাইন না করে সড়কের ভৌগোলিক অবস্থা, মাটির প্রকৃতি, যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, সড়কের স্লোপ, সড়কের পাশে জলাশয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Case-by-Case সড়কের ডিজাইন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

৬.২.৪ কোন কোন সড়কের একটি অংশ পুকুর/খাল বা অন্যান্য জলাশয়ের পাশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রশস্ততায় নির্মাণ করতে গিয়ে প্রকল্পে পর্যাপ্ত রক্ষাপ্রদ কাজের সংস্থান যেন থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

৬.২.৫ কোন কোন সড়কের পাশে পুকুর, খাল, ডোবা বা অন্যান্য জলাশয় থাকায় প্যালাসাইটিং বা রক্ষাপ্রদ কাজ করা প্রয়োজন। তবে ডিপিপিতে রক্ষাপ্রদ কাজের সংস্থান পর্যাপ্ত নয় বলে ডিপিপি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়।

৬.২.৬ সড়কের পাশে বসবাসকারী জনগণ অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সড়কের পাশের মাটি কাটা, রাস্তার নীচ দিয়ে ড্রেন কাটা, রাস্তার উপর দিয়ে বালির পাইপ নিয়ে যাওয়া, রাস্তার উপর ফসল মাড়াই করা প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে । এ সকল বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৬.২.৭ সড়কের যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা প্রয়োজন।

৬.২.৮ নির্মিত সড়কগুলোর ছোটো-খাটো সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা গেলে সড়কগুলো টেকসই করা সম্ভব।

৬.২.৯ কিছু কিছু সড়কে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক রয়েছে। এক্ষেত্রে সড়কের গতিসীমা সম্পর্কিত নির্দেশনা ও তথ্য মূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬.২.১০ কখনও কখনও বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যেমন-ইট, পাথর, বিটুমিন, রড ইত্যাদির অপ্রতুলতা দেখা দেয় বা মূল্য বেড়ে যায়। ফলে ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত করতে পারে না।

৬.২.১১ সাধারণত প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর এলজিইডির রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়। ফলে দেখা যায় প্রকল্প শুরুর ৩য় বছর থেকেই ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যে কোন স্কিমের কাজ করা সম্ভব হয় না। এতে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৬.২.১২ অনেক রাস্তা যথাযথভাবে Compact করা হয় না। রাস্তা নির্মাণের সময় রোড রোলার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে রাস্তা যেন যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬.২.১৩ প্রকল্পভুক্ত সড়কের উপর বিদ্যমান ছোট/ বড় সেতুসমূহ সংস্কার/ পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন।

৬.২.১৪ পরিদর্শনে দেখা যায় একই সড়কের কিছু অংশ উন্নয়ন করা হলেও বাকী অংশ কাঁচা থাকায় জনগণ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভালোভাবে সমীক্ষা পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে রাস্তার কিছু অংশ খন্ডিতভাবে প্রকল্পভুক্ত না করে কাঁচা/ অনির্মিত সবটুকু অংশ প্রকল্পভুক্ত করে রাস্তার উন্নয়ন করা যেতে পারে।

৬.২.১৫ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে স্থানীয় জনগণ চিরাচরিত শ্রমনির্ভর জীবিকা নির্বাহের পরিবর্তে আরো উন্নত ও সহজসাধ্য জীবিকার উপায় বেছে নিতে পারছে। যেমন, পূর্বে অধিক পরিশ্রমের রিকশা চালানোর পরিবর্তে বর্তমানে কম পরিশ্রমের ইঞ্জিনচালিত ভ্যান চালকের সংখ্যা বেড়েছে। এতে শারীরিক পরিশ্রম যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. কমিটির সুপারিশসমূহ:

৭.১. প্রকল্পের আওতায় কিছু সড়ক আংশিকভাবে নির্মিত হওয়ায় সড়ক ব্যবহারকারী জনসাধারণ প্রকৃত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে সড়কসমূহের অসম্পূর্ণ অংশ পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন করে কানেক্টিভিটি স্থাপন করার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.২ গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং সে মতে নির্মাণ/সংস্কার/প্রশস্তকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭.৩ সড়কের পাড় ভেঙে যাওয়া রোধ এবং সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়কের উভয় পার্শ্বে কমপক্ষে ৩ ফুট করে সোল্ডার রাখা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭.৪ সড়কের পাশে পুকুর, খাল, ডোবা বা অন্যান্য জলাশয় থাকলে Case to Case বিবেচনায় নিয়ে প্যালাসাইটিং বা অন্যান্য রক্ষাপ্রদ কাজের সংস্থান রেখে সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৭.৫ সড়কের বাজার অংশে বা যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে বিটুমিনাস কার্পেটিং এর পরিবর্তে আরসিসি সড়ক নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা যেতে পারে।

৭.৬ নির্মিত সড়কগুলোর ছোটো-খাটো সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল মেইনটেনেন্স এর পর্যাপ্ত সুবিধা বৃদ্ধি এবং এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭.৭ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সকল নির্মাণাধীন স্কিমের পাশে নির্মাণ কাজের তথ্য/বিবরণ সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭.৮ সড়ক নির্মাণের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সাইন-সিগন্যাল ও কিলোমিটার পোস্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.৯ বৃষ্টির পানি যেন রাস্তায় না জমে থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১০ গতি রোধক যথাযথভাবে মার্কিং করতে হবে। যত্রতত্র গতিরোধক নির্মাণ না করার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

৭.১১ যেসব সেতুর এ্যাপ্রোচ অনেক খাড়া এবং যেসকল সেতু সংস্কার/ পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করে মেরামত/ পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১২ সেতু বা রাস্তার উপর যেন কোন প্রতিবন্ধক না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭.১৩ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাস্তা কেটে ড্রেন সংযোগ, রাস্তার উপর দিয়ে বালির পাইপ পরিবহন, ঘড়ের চালের পানি রাস্তায় পড়া, রাস্তার বিভিন্ন স্থানে স্তুপিকৃত পাতা এবং খড় শুকাতে দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে যেন রাস্তা নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৭.১৪ সড়কের দুই পাশে আগাছা জন্মে ব্যবহার উপযোগী সড়ক যেন কমে না আসে সে জন্য রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৫ যে সকল সড়কের Edging and Shoulder বিভিন্ন স্থানে ভেংগে গেছে সে সকল স্থানে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় মেরামত করতে হবে

৭.১৬ ১২ ফুটের অধিক প্রশস্ত রাস্তায় রোড মার্কিং এবং রোড সাইন প্রয়োজন এবং যেসব সড়কে অনেক বাঁক রয়েছে সেসকল সড়কসমূহে পর্যাপ্ত রোড সাইন থাকা বাঞ্চনীয়।

৭.১৭ এ প্রকল্পের আওতায় হাট বাজারে নবনির্মিত সেডসমূহ যেন প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১৮ এ প্রকল্পের ন্যায় অন্যান্য প্রকল্পেও রাস্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপুর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

(সুমী মজুমদার)
সদস্য সচিব
ও
উপপ্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

(মেঃ শরীফ হোসেন)
সদস্য
ও
প্রকল্প পরিচালক
বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপুণ গ্রামীণ
অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
(২য় সংশোধিত), এলজিইডি

(মোঃ মাহবুব হাসান শাহীন)
সদস্য
ও
উপপ্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

(নুসরাত নোমান)
সদস্য
ও
যুগ্মপ্রধান
কার্যক্রম বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

(মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন)
সদস্য
ও
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

(এ এইচ এম কামরুজ্জামান)
সদস্য
ও
যুগ্ম সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

(ড. অঞ্জন কুমার দেব রায়)
আহ্বায়ক
ও
অতিরিক্ত সচিব (পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমবায় উইং)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

(মোঃ ছায়েদুজ্জামান)
উপদেষ্টা
ও
প্রধান (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

সংযোজনী - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য

সুফলভোগী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে দলীয় আলোচনার (FGD) গাইডলাইন:

সভার স্থান.....তারিখ.....

উপজেলা.....জেলা.....বিভাগ.....

ক্র.নং	নাম	পেশা	ঠিকানা/দপ্তর	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					

১) বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) - এর মাধ্যমে অত্র এলাকায় রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে/হচ্ছে আপনারা সে সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা?

২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে/হচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন কি? হ্যাঁ হলে, কীভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ।

৩) সড়ক নির্মাণের পূর্বে অত্র এলাকার অবস্থা কি ছিল বলে আপনাদের কাছে মনে হয়? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ।

৪) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে করা হবে? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ।

৫) অত্র স্থানে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের ফলে এলাকার কর্মস্থানে কোন প্রভাব পড়েছে কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ।

৬) আপনাদের মতে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েছে কি? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ।

৭) এই রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের পূর্বে কৃষক তার উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলো কীভাবে বাজারজাত করতেন?

৮) আপনাদের মতে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে/হতে পারে বলে মনে করেন কি?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য

প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে নিবিড় আলোচনার

(KII) গাইডলাইন:

নাম ..... পদবী.....শাখা.....

দপ্তর.....ফোন/মোবাইল.....তারিখ.....

১.	আপনার যোগদানের তারিখ .....
২.	(ক) সময়মত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে কিনা? ১. হ্যাঁ ২. না (খ) দেরিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকলে, দেরিতে নিয়োগ করার কারণসমূহ কী? ....
৩.	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে?
৪.	প্রকল্পে কতটি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে? (১) পণ্য .....টি, (২) পূর্ত কাজ .....টি ও (৩) সেবা .....টি।
৫.	(ক) যে প্যাকেজ গুলোতে কাজ শুরু কিংবা দরপত্র আহবান করা যায়নি সেই প্যাকেজগুলোর নাম উল্লেখ করুন? ..... (খ) যে প্যাকেজ গুলোতে কাজ শুরু কিংবা দরপত্র আহবান করা যায়নি তার কারণ কি? .....
৬.	(ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় এবং সংগ্রহে (Procurement) প্রচলিত বিধিমালা (যেমন: PPA-06/ PPR-08) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে কী? ১. হ্যাঁ ২. না ....
৭.	রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়েছে/হচ্ছে কিনা? দয়া করে মতামত প্রদান করুন। ....
৮.	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান রক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন? ....

৯.	(ক) ঠিকাদার কর্তৃক সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না (খ) হ্যাঁ হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন? ....
১০.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন? ....
১১.	পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির মন্তব্য ও সুপারিশগুলো যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ ২. না
১২.	এই সময়ে প্রকল্পের কাজের আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি কতটুকু? .....আর্থিক.....ভৌত.....
১৩.	এই প্রকল্পকে ফলপ্রসু এবং টেকসইকরণে আপনার মন্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করুন। . ...

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

তারিখ:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

তারিখ:

সংযোজনী - ৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান, বাজার সমিতির সভাপতি/সেক্রেটারির সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন:

নাম .....পদবী..... শাখা.....

দপ্তর.....উপজেলা.....জেলা.....

ফোন/মোবাইল.....তারিখ.....

১	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) - এর মাধ্যমে অত্র এলাকায় রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন? ....
২	অত্র স্থানে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার কর্মস্থানের উপর কোন প্রভাব পড়েছে কি? হ্যাঁ হলে কিভাবে? ....
৩	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তীতে অত্র এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে/হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কিনা? হ্যাঁ হলে, কিভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ। ....
৪	(ক) অত্র উপজেলায় বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি কেমন বলে আপনার কাছে মনে হয়? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ। (খ) ধীরগতি হয়ে থাকলে তার কারণ কি বলে মনে করেন? ....
৫	আপনার জানামতে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করেন কি?..... . .....
৬	রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণের সময় সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করে নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে কিনা? এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি? না হলে, কি ধরণের সমস্যা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? .....

	.....
৭	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়েছে কি? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ। ....
৮	আপনার মতে রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণে জমি নিয়ে কোন জটিলতা আছে কিনা? হ্যাঁ হলে, কি ধরণের জটিলতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ। ....
৯	(ক) প্রকল্পের আওতায় রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে এ বিষয়ে দয়া করে বিস্তারিত মতামত পেশ করুণ। ....
১০	অত্র স্থানে সড়ক নির্মাণের পূর্বে অত্র এলাকার অবস্থা কি ছিল বলে আপনাদের কাছে মনে হয়? দয়া করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুণ। ....

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ:

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

টেষ্ট রিপোর্ট

Page 6/6

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Mobile: 01819 557 964; PABX: (8802) 55167100, 55167228-57 Ext: 7224, Information: http://brtc.ce.buet.ac.bd, Report verification: http://verify.ce.buet.ac.bd

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

BRTC Bureau of Research Testing & Consultation

BUETCE 0 21

TEST OF DEFORMED M.S. BARS [ASTM A 615M-16]

Sent by: Kondokar Asaduzzaman
Executive Engineer,LGED, Cumilla.

Project: Construction of Protective wall on Manikarchar - Baghaikandi via Noagoan Road (Package No: GCP-3/C-W-111)

BRTC No.: 1102-33319/CE/20-21; Dt. 3/4/2021
Ref.: 46.02.0019.0000.99.02.2008.1254; Dt. 29/3/2021
Date of Test: 4/4/2021
Contractor/supplier: M/S Tufan Traders.

Samples were received in SEALED condition.

Sl. No.	Frog Mark / Identification	Bar Desig./ Nominal dia.	Actual bar dia.	Unit Weight	Average Unit Weight	Yield or Proof Load	Yield or Proof Strength	Average Yield or Proof Strength (YS)	Tensile Load	Tensile Strength	Average Tensile Strength (TS)	TS/YS	Elongation (%) (G. length = 200 mm)	Average Elongation (%)	Bend Test
		mm	mm	kg/m	kg/m	kN	MPa	MPa	kN	MPa	MPa				
1	SAS.XBAR.400+	12	12.1	0.902		52.6	465	470	69.3	615	625		19		-
2	SAS.XBAR.400+	12	12.2	0.913	0.907	53.9	477	(68000 psi)	71.1	630	(90500 psi)	1.33	17	17	-
3	SAS.XBAR.400+	12	12.1	0.906		53	469		70.7	625			16		-
4	SAS.XBAR.400+	10	10.2	0.642		37.1	470	470	48.1	610	610		18		-
5	SAS.XBAR.400+	10	10.2	0.642	0.636	37.1	470	(68000 psi)	48.6	615	(88500 psi)	1.30	19	19	-
6	SAS.XBAR.400+	10	10.1	0.625		37.1	470		48.1	610			19		-
7	SAS.XBAR.400+	8	8.5	0.448		26.1	520	492	32.7	650	620		17		-
8	SAS.XBAR.400+	8	8.3	0.426	0.439	22.5	448	(71500 psi)	29.1	580	(90000 psi)	1.26	19	18	-
9	SAS.XBAR.400+	8	8.5	0.443		25.6	510		31.8	630			17		-
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-		-	-			-		-
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-		-	-			-		-

Conversion factor: 1.0 MPa = 1.0 N/mm^2 = 145 psi. Strengths are based on nominal area.

ASTM A615M-16 Weight Requirements and Nominal Area of bars (Table A1.1)

Bar desig./Nominal dia., mm	8	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal area, sq.mm	50.3	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal weight, kg/m	0.395	0.617	0.888	1.578	2.466	2.98	3.853	4.834	6.313	7.99	9.865	15.41	22.2

Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight. 8mm bar size is not covered in ASTM A615M-16.
Area and weight of 8mm and 22m dia. bars are derived based on principle follwed for other sizes in Table A1.1
Actual dia. and TS/YS ratio are provided for informative purpose only. These are not requirements of ASTM A615M-16.
Actual diameter is the diameter of a perfectly round plain bar having same mass per unit length.

ASTM A615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60 [420]	Grade 75 [520]	Grade 80 [550]
Tensile strength, min. psi [MPa]	90 000 [620]	100 000 [690]	105 000 [725]
Yield strength, min, psi [MPa]	60 000 [420]	75 000 [520]	80 000 [550]
Elongation in 8 in. [200 mm], min, %			
Bar Designation No.			
10, 12, 16, 20	9	7	7
25, 22	8	7	7
28, 32, 36, 40, 50, 60	7	6	6

18

t27jPjg68

Countersigned by:
Prof. Dr. A.B.M Badruzzaman, Test-in-Charge
Dept. of Civil Engg., BUET

Test performed by:
Dr. M. Zakaria Ahmed 8/4/21
Professor, Dept. of Civil Engg.

Department of Civil Engineering • BUET, Bangladesh •

Important Note: *Samples as supplied to us have been tested. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under the signature of a competent authority. In order to avoid fradulent fabrication of test results, this report has been printed on a security paper. It is also recommended that the test results be collected by a duly authorized person.*

Test Result is Only Valid for Supplied Sample

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

PROJECT :- LABORATORY AT : CUMILLA

RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY THE USE OF LOS ANGELES ABRASION TEST (ASTM C-131)

Client : M/S Tufan Traders	Memo No/Ref - 492	dt:- 11.11.2020
Name of work : Maintenance of Tulatuli - Upazila Cunnecting Road 000-970m.		
Sample No. :01	Type of Specimen : Brick Chips for WBM 22.11.20	
Sampled by & Date :	Quantity represented :	
Quantity Collected from Field :20kg		
Lab. Reg. No. : 1080	Date of test: 29/11/20	

Test No.	Sieve Passing mm	Sieve Retained mm	Grading	Wt.of the materials, (W1) gm	Wt. Retained on # 12 (1.70 mm) Sieve.(W2) gm	Other Information	Abrasion Value, (W1-W2)/W1*100 %
01	37.5	25.0		1250			
	25.0	19.0	A	1250		Grading = A	
	19.0	12.5		1250		No.of Spheres =12	
	12.5	9.5	B	1250		Wt.of Spheres = 4984 gm	
	9.5	6.3	C			Revolation = 500	
	6.3	4.75					
	4.75	2.36	D				
	Total wt. =			5000	3045		39.1

Spacification Limit - 40.0% Maximum.
Tested by:LT.
Supervisied by: AE.
Comments of the Lab.-in-charge : Test Result is OK.

29.11.20
Md. Ekramul Haque
Sub-Assistant Engineer (Lab)
LGED, Cumilla.

29/11/2020
Mohammed Raihanul Alam Chowdhury
Asstt. Engineer
LGED, Cumilla

Test Result is Only Valid
for Supplied Sample

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

PROJECT:-, LABORATORY: AT: COMILLA.

GRAIN SIZE ANALYSIS (Mechanical) OF FINE AGGREGATE, SOIL, ETC.

Client : M/S Tufan Traders		Memo No/Ref - 492 dt:- 11.11.2020
Name of work : Maintenance of Tulatuli - Upazila Cunnecting Road 000-970m.		
Sample No:1	Type of Spacimen:- Sand ISG	Sampled by 18.11.20
Quantity Collected from Field: 05 kg	Quantity Represented:	
Laboratory Register No: 1080	Date of test:- 29.11.20	

Sample Size

Wt. Of dry sample + Container		=	/
Wt of Container		=	
Wt of dry sample	gm	=	200

SIEVE ANALYSIS DATA :

Sieve.	Standard Opening mm	Cumulative Weight Retained gm	Cumulative% Retained.	% Passing.
#4	4.750	0.0	0.0	100
#8	2.360	0.0	0.0	100
#16	1.180	0.0	0.0	100
#30	0.600	3.2	15.0	85
#50	0.300	21.2	28.0	72
#100	0.150	75.7	39.0	61
#200	0.075	194.0	97	3.0
PAN	-----	200.0	100.0	0.0
FM =	0.82	Fines or % of Silt and Clay =		3.0

Tested by: SAE (Lab.)

Comments of the Laboratory In charge : Test Result is OK.

29.11.20
Md. Ekramul Haque
Sub-Assistant Engineer (Lab)
LGED, Cumilla.

29/11/2020
Mohammed Raihanul Alam Chowdhury
Asstt. Engineer
LGED, Cumilla